



# ৮ম শ্রেণি বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়

আলোচ্য বিষয়

অধ্যায় ০১ - ঔপনিবেশিক যুগ ও বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রাম

অনলাইন ব্যাচ সম্পর্কিত যেকোনো জিজ্ঞাসায়,

কল করো 🔌 16910



# ব্যবহারবিধি



দেখে নাও এই অধ্যায়টি কতটা গুরুত্বপূর্ণ এবং কোথায় কোথায় প্রশ্ন এসেছে।

# 🖈 কুইক টিপস

সহজে মনে রাখার এবং দ্রুত ক্যালকুলেশন করতে সহায়ক হবে।

### 4 বিগত বছরের প্রশ্ন

বিগত বছর গুলোতে বোর্ড, স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা সমস্যাগুলো দেখে নাও উত্তরসহ।

### 🥞 সম্ভাব্য প্রশ্ন

পরীক্ষায় আসার মতো গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলো দেখে নাও উত্তরসহ।

## 🏮 প্র্যাকটিস প্রশ্নাবলী

পরীক্ষায় আসার মতো গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলো প্র্যাকটিস করে নিজেকে যাচাই করে নাও।

# 🤛 উত্তরমালা

Topic সংক্রান্ত সমস্যাগুলোর উদাহরণ দেখে নাও উত্তরসহ।



### 🌶 এক নজরে...

| 💠 খ্রিষ্টপূর্ব যুগ            | - | আর্যদের প্রবেশ   |
|-------------------------------|---|--|
| ❖ খ্রিষ্টপূর্ব ৩য় শতক        | - | মৌর্য সাম্রাজ্য  |
| ❖ চার শতক                     | - | গুপ্ত সাম্রাজ্য  |
| ❖ সপ্তম শতক                   | - | শশাঙ্কের (গৌড়) রাজ্য প্রতিষ্ঠা ও বঙ্গ রাজ্যের উৎপত্তি         |
| ❖ অষ্টম শতক                   | - | মাৎস্যন্যায় যুগ   |
| <ul> <li>এগারো শতক</li> </ul> | - | পালদের পতন এবং বিদেশি (সেন) শাসনের অধীনে যাওয়া                |
| ১১ শতক থেকে<br>১২০৪           | - | সেনশাসন  |
| ❖ ১২০৪ থেকে ১২০৬              | - | বখতিয়ার খলজির বাংলা দখল                                       |
| ❖ ১২০৬ সাল                    | - | বখতিয়ার খলজির মৃত্যু  |
| 💠 ১২০৪ থেকে ১৩৩৮              | - | তুর্কিশাসন   |
| ❖ ১৩৩৮ সাল                    | - | বাংলায় স্বাধীন সুলতানি যুগের সূচনা                            |
| ❖ ১৪৯৮ সাল                    | - | ভাস্কো-দা-গামার ভারতবর্ষে আগমন                                 |
| ❖ ১৫৩৮ সাল                    | - | স্বাধীন সুলতানি যুগের অবসান                                    |
| ❖ ১৫৩৮ সাল                    | - | সম্রাট হুমায়ুনের লখনৌতি/গৌড় দখল                              |
| ❖ ১৫৭৬ সাল                    | - | সম্রাট আকবর কর্তৃক বাংলার অংশবিশেষ দখল                         |
| ❖ ১৬১০ সাল                    | - | (সম্রাট জাহাঙ্গীরের) ইসলাম খনের হাতে বারো ভূঁইয়াদের<br>পরাজয় |
| ❖ ১৭৫৭ সাল                    | - | ২৩ জুন পলাশীর যুদ্ধ  |
| ❖ ১৭৬৪ সাল                    | - | বক্সারের যুদ্ধ   |
| ❖ ১৭৬৫ সাল                    | - | ক্লাইভের বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভ                    |
| ❖ ১৭৭০ সাল                    | - | বাংলায় দূর্ভিক্ষ হয় যা ছিয়াত্তরের মন্বন্তর নামে পরিচিত      |
| ❖ ১৭৯৩ সাল                    | - | চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন                                  |
| ❖ ১৮৫৭ সাল                    | - | সিপাহী বিদ্রোহ ও কোম্পানি শাসনের অবসান।                        |
| ❖ ১৮৫৭ সাল                    | - | কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠান                             |
| ❖ ১৮৫৮ সাল                    | - | ২রা আগস্ট ভারত শাসন আইন প্রবর্তন                               |
| ❖ ১৮৮৫ সাল                    | - | ভারতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা                                      |
| ❖ ১৯০৫ সাল                    | - | বঙ্গভঙ্গ কার্যকর   |
| ❖ ১৯০৬ সাল                    | - | মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা   |



| 💠 ১৯১১ সাল | - | বঙ্গভঙ্গ                     |
|------------|---|------------------------------|
| 💠 ১৯৩৯ সাল | ı | দ্বিজাতি তত্ত্বের উত্থাপন    |
| ❖ ১৯৪০ সাল | 1 | লাহোর প্রস্তাব উত্থাপন       |
| ❖ ১৯৪৭ সাল | - | ১৪ আগষ্ট পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা |
| ❖ ১৯৪৭ সাল | - | ১৫ আগষ্ট ভারত প্রতিষ্ঠা      |

# TO MINUTE SCHOOL



বাংলায় ইউরোপীয় বণিকদের আগমন ব্যবসা-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে হলেও পরে তারা আমাদের রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে নেয়। এদের মধ্যে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রতিযোগিতায় এগিয়ে যায়। ১৭৫৭ সালে বাংলা-বিহার ও উড়িষ্যার নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে পরাজিত করে এক সময় তারা ক্ষমতা দখল করে নেয়। বাংলায় ইংরেজদের শাসন চলে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত। এভাবে ১৭৫৭ সালের পরে বাংলায় যে শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় সাধারণত আমরা তাকে ঔপনিবেশিক শাসন বলি। আর ১৭৫৭ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ইংরেজ শাসনামলকে ঔপনিবেশিক যুগ বলি।

### বাংলায় ঔপনিবেশিক শাসন

উপনিবেশিকরণ একটি প্রক্রিয়া। সাধারণভাবে এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অর্থনৈতিক শোষণ ও লাভের উদ্দেশ্যে এক দেশ অন্য দেশের উপর প্রভুত্ব স্থাপন করে তাকে নিজের দখলে আনে। অধীনস্ত দেশটির জনগণ, সম্পদ সবকিছুই অধিপতি দেশটি নিজের স্বার্থ অনুযায়ী পরিচালনা করে। এখানে দখলকৃত দেশটি দখলকারী দেশের উপনিবেশে পরিণত হয়। বাংলা প্রায় দুইশ বছর এমনভাবে ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসনাধীনে ছিল। ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে বাংলার নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ের মধ্য দিয়ে এই শাসনের সূচনা হয়েছিল যা নানা আন্দোলন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ১৯৪৭ সালে শেষ হয়। কীভাবে এই ঔপনিবেশিক শাসনের সূচনা হয়েছিল তা জানার আগে সেইসময় বাংলার রাজনৈতিক অবস্থা কেমন ছিল তা কিছুটা জেনে নেয়া দরকার।

### বাংলার রাজনৈতিক পটভূমি: ঔপনিবেশিক শাসন পূর্বকাল

প্রাচীনকাল থেকেই বাংলা অঞ্চলে মানব বসতির কথা জানা যায়। এ অঞ্চলটি বরাবরই ছিল ধনসম্পদে পূর্ণ একটি এলাকা। ফলে ইংরেজ আগমনের অনেক আগে থেকেই এখানে বাইরের বিভিন্ন স্থান থেকে মানুষের আগমন ঘটতে থাকে। সকলের আকর্ষণের প্রধান লক্ষ্য ছিল বাংলার অর্থনৈতিক প্রাচুর্য। কাজেই বহিরাগতের আগমন বাংলার ইতিহাসের নতুন কোনো ঘটনা নয়।

খ্রিষ্টপূর্ব যুগে বহিরাগত আর্য ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী বাংলার প্রবেশ করেছিল।

### খ্রিস্টপূর্ব যুগ

- বহিরাগত আর্য
- ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর প্রবেশ

### খ্রিস্টপূর্ব ৩য় শতক

- মৌর্য সম্রাট অশোক কর্তৃক বাংলার উত্তরাংশ দখল
- পুন্দ্রনগর হয় মৌর্যদের প্রদেশ
- এরপরে প্রতিষ্ঠিত হয় গুপ্ত
   সাম্রাজ্য

### চার শতক

- উত্তর বাংলা ও দক্ষিন পূর্ব বাংলার কিছু অংশ গুপ্ত সাম্রাজ্যের অধীনে আসে



### সপ্তম শতক

- বাংলার উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলে প্রথম বাঙালী শাসক শশাঙ্ক (গুপ্তদের মহাসামন্ত) কর্তৃক স্বাধীন রাজ্য (গৌড়) প্রতিষ্ঠা
- পূর্ব ও দক্ষিন-পূর্ব বাংলায় বঙ্গ নামে আরেকটি স্বাধীন রাজ্য গড়ে ওঠা
- শশাঙ্কের রাজত্ব দীর্ঘস্থায়ী ছিলনা

### আট শতক

- শশাঙ্কের মৃত্যুর পর একশো বছর অরাজকতা চলে। একে সংস্কৃত ভাষায় বলা হয় মাৎস্যন্যায় যুগ
- আট শতকের মাঝ পর্বে দীর্ঘস্থায়ী রাজ্য প্রতিষ্ঠা
- প্রায় চারশো বছর পাল রাজাদের শাসন

### এগারো শতক

- পালদের পতনের পর বিদেশি (সেন বংশ) শাসনের অধীনে চলে যাওয়া
- দক্ষিন ভারতের কর্ণাটক থেকে আসা সেন রাজাদের সিংহাসন দখল

### ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি

সেন শাসনের অবসান ঘটে বাইরে থেকে ভাগ্যান্বেষণে আগত তুর্কি সেনাপতি ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজির হাতে। তিনি রাজা লক্ষ্মণসেনকে পরাজিত করে ছোট্ট একটি অংশ দখল করে বাংলায় মুসলমান শাসনের সূচনা করেন। ১২০৪ থেকে ১২০৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলার পশ্চিমে নদীয়া ও উত্তর বাংলার কিছুটা অংশ বখতিয়ার খলজির দখলে ছিল। নদীয়া ও উত্তর বাংলায় তুর্কি শাসন প্রতিষ্ঠিত হলেও বাংলার পূর্বাঞ্চল (বিক্রমপুর) আরও অনেক সময় পর্যন্ত সেন শাসকদের অধীনে ছিল। বিহার অভিযানে ব্যর্থতার পর ১২০৬ সালে বখতিয়ার খলজি মারা যান। তবে তাঁর মাধ্যমে বাংলায় তুর্কি সুলতানদের শাসনের পথ প্রশস্ত হয়েছিল। **তারপর ১৩৩৮ সাল পর্যন্ত বাংলা জুড়ে মুসলিম** (তুর্কি) শাসনের বিস্তার ঘটতে থাকে।

- 🕨 এ সময়ের মধ্যে বাংলার তিনটি অংশে দিল্লির মুসলিম সুলতানদের তিনটি প্রদেশ বা বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বিভাগগুলো উত্তর বাংলায় লখনৌতি, পশ্চিম বাংলায় সাতগাঁও এবং পূর্ব বাংলায় সোনারগাও নামে পরিচিত ছিল।
- 🕨 ১৩৩৮ সালে সোনারগাওয়ের শাসনকর্তা ফখরউদ্দিন মুবারক শাহ দিল্লির মুসলমান সুলতানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বাংলার স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এভাবে বাংলায় স্বাধীন সুলতানি যুগের সূচনা হয়।
- 🕨 তবে সমগ্র বাংলার এক বৃহদাংশ অধিকার করে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করার মাধ্যমে সুলতান শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ বাংলার প্রকৃত স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করেন বলে ধরা হয়। ইলিয়াস শাহ 'শাহ-ই-বাঙ্গালা' ও 'শাহ-ই-বাঙ্গালিয়ান' উপাধি ধারণ করেন। এভাবে তিনিই প্রথম বাঙ্গালা শব্দটির আনুষ্ঠানিক সূচনা করেছিলেন।
- 🕨 স্বাধীন সুলতানি আমলের অপর অন্যতম উল্লেখযোগ্য শাসক ছিলেন আলাউদ্দিন হুসেন শাহ। ধর্মীয় সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা এবং বাংলা শিল্প, সাহিত্যের বিকাশে তাঁর অবদান অপরিসীম। যাহোক, ১৫৩৮ সালে অবসান ঘটে বাংলার স্বাধীন সুলতানি শাসনের। অবশ্য এর আগেই মোগল শক্তি দিল্লির সিংহাসন দখল করেছিল।
- 🕨 মোগল সম্রাট হুমায়ুন ১৫৩৮ সালে উত্তরবাংলার গৌড় অর্থাৎ লখনৌতি দখল করলেও বাংলায় তখন মোগল শাসন প্রতিষ্ঠা করতে পারেন নি। এর কারণ, বিহারের আফগান শাসক শের খান হুমায়ূনকে প্রথমে বাংলা ও পরে ভারত থেকে বিতাড়িত করেন। এ পর্বে অবাঙালি আফগানদের হাতে চলে যায় বাংলার সিংহাসন। ভারতে মোগলরা আবার সংগঠিত হয় এবং রাজমহলের যুদ্ধে আফগানদের পরাজিত করে দিল্লির সিংহাসন পুনরুদ্ধার করেন।
- 🗲 এরপর সম্রাট আকবরের সময় ১৫৭৬ সালে পশ্চিম বাংলা ও উত্তর বাংলার অনেকটা অংশ মোগলদের অধিকারে আসে। বাংলার পূর্বাংশ অর্থাৎ আজকের বাংলাদেশ অংশ সহজে মোগলরা দখল করতে পারে নি। বারোভূঁইয়া নামে পরিচিত পূর্ববাংলার জমিদাররা একযোগে মোগল আক্রমণ প্রতিহত করেন। আকবরের সেনাপতি মানসিংহ কয়েকবার চেষ্টা করেও বারোভূঁইয়াদের নেতা ঈশা খাঁকে পরাজিত করতে পারেন নি।



- সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে ১৬১০ সালে মোগল সুবেদার ইসলাম খান চিশতি চূড়ান্তভাবে বারোভূঁইয়াদের পরাজিত করে ঢাকা অধিকার করেন এবং তৎকালীন দিল্লির সম্রাট জাহাঙ্গীরের নাম অনুসারে জাহাঙ্গীরনগর নামকরণ করেন। এভাবেই বাংলায় মোগল অধিকার সম্পন্ন হয়। এই মোগল শাসন চলে আঠারো শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত।
- ১৭৫৭ সালে পলাশির যুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতনের মধ্য দিয়ে মোগল শাসনের চূড়ান্ত অবসান ঘটে। সেই সাথে বাংলার ক্ষমতা দখল করে আরেক ইংরেজ শক্তি। আর এভাবেই শুরু হয় ঔপনিবেশিক শক্তির শাসন।

### বাংলায় ইউরোপীয়দের আগমন ও বাণিজ্য বিস্তার

- ইউরোপের কোনো কোনো দেশে খনিজ সম্পদের আবিষ্কার, সমুদ্রপথে বাণিজ্যের বিস্তার এবং কারিগরি ও বাণিজ্যিক বিকাশের ফলে অর্থনীতি তেজি হয়ে উঠেছিল। এর ফলে চৌদ্দ শতক থেকে ইউরোপে যুগান্তকারী বাণিজ্য-বিপ্লবের সূচনা হয়। তখন একদিকে তাদের অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা শক্তিশালী হতে শুরু করে। অন্যদিকে কাঁচামাল ও উৎপাদিত সামগ্রীর জন্যে বাজারের সন্ধানও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে।
- > ১৪৯৮ সালে পর্তুগিজ নাবিক ভাস্কো-দা-গামা সমুদ্র পথে বাণিজ্য বিস্তারের অন্বেষণে দক্ষিন ভারতের কালিকট বন্দরে পৌঁছান। এর মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষ বিশ্ব বাণিজ্য বিস্তারের প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে পরিণত হয়। ইউরোপের বিভিন্ন দেশ ক্রমান্বয়ে এই প্রতিযোগিতায় সামিল হতে থাকে। এই লক্ষ্যে সতেরো শতকে একে একে 'ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি (হল্যান্ড), ডেনিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি, ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ইত্যাদি বাণিজ্যিক কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হয়। এদের অধিকাংশের লক্ষ্য ছিল ভারতবর্ষ। আবার তার মধ্যে বাংলার সিল্ক ও অন্যান্য মিহি কাপড় এবং মসলা তাদের প্রধান আকর্ষণ হয়ে উঠে।
- পুঁজির শক্তিশালী প্রভাব আর উন্নত কারিগরি জ্ঞানের সমন্বয় করে ক্রমে বিদেশি বণিকরা এদেশে স্থানীয় শ্রমিকদের খাটিয়ে বড় বড় শিল্পকারখানা স্থাপন করে প্রচুর মুনাফা করতে থাকে। ক্রমে ব্যবসার ক্ষেত্রে পর্তুগিজদের চেয়ে ইংরেজদের ভূমিকা প্রাধান্য পায়। এছাড়া ফরাসি, ওলন্দাজ ও দিনেমাররাও বাংলায় কারখানা স্থাপন করে ব্যবসা শুরু করে।
- এই বিদেশি বণিকদের বিনিয়োগ ও ব্যবসা কেমন ছিল তার কিছুটা হদিস মিলে বিদেশি পর্যটকদেরই বর্ণনায়। ফরাসি পর্যটক বার্নিয়ের ১৬৬৬ সালে লিখেছেন, 'ওলন্দাজরা তাদের কাশিমবাজারের সিল্ক ফ্যাক্টরিতে কখনো কখনো ৭শ থেকে ৮শ লোক নিয়োগ করত। ইংরেজ ও অন্যান্য জাতির বণিকরাও এরকম কারখানা চালাত। বার্নিয়ের আরও লিখেছেন, 'শুধুমাত্র কাশিমবাজারে বছরে ২২ হাজার বেল সিল্ক উৎপাদিত হতো।
- ব্যবসা-বাণিজ্য চালিয়ে ইউরোপের বণিকরা দেখলো বাংলায় স্থায়ী বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপন করেই বেশি লাভ করা সম্ভব।
  জব চার্ণক নামক জনৈক ইংরেজ প্রতিনিধি ১৬৯০ সালে ১২০০ টাকার বিনিময়ে কলকাতা, সুতানটি ও
  গোবিন্দপুর নামে গ্রাম ক্রয় করেন যা পরবর্তীকালে কলকাতা নামে পরিচিত হয়।
- এই কলকাতাই এক সময় ইংরেজদের বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক স্বার্থ বিস্তারের প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়। এ সময় কলকাতা, চন্দননগর, চুঁচুড়া, কাশিমবাজার প্রভৃতি স্থানে ইউরোপীয় বাণিজ্যকেন্দ্রগুলো ফুলে ফেঁপে উঠতে থাকে। আর এদের মাধ্যমে বাংলা থেকে পুঁজিও পাচার হতে থাকে। বাণিজ্যিক উদ্যোগ এবং কূট কৌশলে পারদর্শী হবার কারণে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ক্রমশঃ অন্যান্য ইউরোপীয় কোম্পানিগুলোর তুলনায় প্রতিযোগিতায় এগিয়ে য়য় এবং তাদের উপর প্রাধান্য লাভ করে।



তারা এখানে কুঠি, কারখানা তৈরি ও সৈন্য রেখে ব্যবসার অধিকার পায়।

ইংরেজ কোম্পানির ক্ষমতা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায় দিল্লির সম্রাট ফাররুখিশিয়ারের কাছ থেকে বাংলায় বিনা শুল্কে বাণিজ্যসহ আরা একাধিক উল্লেখযোগ্য বাণিজ্যিক সুবিধা প্রাপ্তিতে। এইসব সুবিধাদি তাদের দিনে দিনে উচ্চাভিলাষী এবং রাজনৈতিক ক্ষমতালোভী করে তোলে। পলাশি য়ুদ্ধের আগে এবং মীর জাফর ও মীর কাশিমের আমলে বাংলার প্রচুর সম্পদ ইংল্যান্ডে পাচার হয়ে যায়। এ সম্পদের প্রাচুর্যের কথা স্বয়ং ক্লাইভ ইংল্যান্ডের পার্লামেন্টে সবিস্ময়ে উল্লেখ করেছিলেন।

### বাংলায় ঔপনিবেশিক শক্তির বিজয়

আগেই বলা হয়েছে যে ইংরেজরা ক্রমশঃ ক্ষমতা আকাঙ্ক্ষী হয়ে উঠেছিল। ফলে বাংলার নবাবদের সাথে এদের ক্ষমতার দ্বন্দ্ব শুরু হয়। নবাব **আলিবর্দি খাঁর মৃত্যুর পর তাঁর প্রিয় নাতি সিরাজউদ্দৌলা মাত্র ২২ বছর বয়সে সিংহাসনে বসেন**। এই সময় তাঁর সামনে একদিকে উদীয়মান ইংরেজ শক্তি ও হামলাকারী বর্গিদের সামলানোর কঠিন কাজ, পাশাপাশি বড় খালা ঘসেটি বেগম ও সেনাপতি মীর জাফর আলী খানের মতো ঘনিষ্ঠজনদের ষড়যন্ত্র মোকাবিলার কাজ। সিরাজের বিরুদ্ধে তৃতীয় আরেকটি পক্ষও (বণিক শ্রেণি) সক্রিয় ছিল।

অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের বিস্তার ঘটার সাথে সাথে বড় ব্যবসাকেন্দ্রগুলোতে প্রভাবশালী দেশীয় বণিকসমাজের অভ্যুদয় ঘটে। বাংলায় এরা ছিল প্রধানতঃ রাজপুতানা থেকে আসা মারওয়াড়ি বণিক। এদের মধ্যে জগৎ শেঠ, উমিচাঁদ প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। নবাবের বিপরীতে একাধিক দেশীয় ষড়যন্ত্রকারী ও ইংরেজরা গোপনে জোট বাঁধে। শাসনকাজে নবাবের অদক্ষতা বিরোধী পক্ষের অবস্থানকে শক্তিশালী করে। এরই সবশেষ ফল হলো ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন পলাশির আম্রকাননে পলাশির যুদ্ধে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাবের পরাজয় ও নির্মম মৃত্যু এবং ইংরেজদের হাতে বাংলার পতন। বিজয়ের পর ইংরেজরা মীর জাফরকে নবাব বানালেও, মূল ক্ষমতা তাদের হাতে চলে যায়। ধূর্ত ইংরেজ সেনাপতি রবার্ট ক্লাইভ হন সর্বেসর্বা। তবে ১৭৬৪ সালে বক্সারের যুদ্ধে মীর জাফরের উত্তরসূরী মীর কাশিমের পরাজয়ের মাধ্যমে বাংলার শাসন ক্ষমতা আনুষ্ঠানিকভাবে ইংরেজদের হস্তগত হয়।

বাংলার প্রতিষ্ঠিত রাজশক্তির বিরুদ্ধে একটি ভিনদেশী বানিজ্যিক কোম্পানি তথা ঔপনিবেশিক শক্তির এই বিজয়ের কারণ কী ছিল? এর পিছনে নানাবিধ কারণ থাকলেও কয়েকটা প্রধান কারণ হলো-

- ১. বাংলার শাসকদের দুর্বলতা এবং অভ্যন্তরীণ কোন্দল ও চক্রান্ত এবং তা মোকাবিলায় তরুণ অনভিজ্ঞ নবাবের অপারগতা:
- ২. উদীয়মান অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তি হিসাবে ইংরেজদের উত্তরোত্তর ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং অন্যদিকে তাদের কূট কৌশল বোঝার মতো পারদর্শী দেশীয় রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও শক্তির অভাব;
- ৩. ইংরেজদের উন্নত সামরিক শক্তি, রণকৌশল ও নেতৃত্ব;
- ৪. অর্থনৈতিক শোষণ ও নির্যাতনের শিকার প্রজাদের সাথে শাসকদের দূরত্ব এতটাই ছিল যে নবাবের সাথে ইংরেজদের দ্বন্দ্বে বাংলার সাধারণ মানুষ ছিল নির্বিকার। প্রজাদের এই নিষ্ক্রিয়তা পরোক্ষভাবে ইংরেজদের সুবিধা দেয়।



### ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণ

এদেশে ইংরেজ শাসনামল মূলতঃ দুইটি পর্বে বিভক্তঃ

- ক. ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী শাসনামল (১৭৬৫-১৮৫৭)
- খ. ব্রিটিশ সরকারি শাসনামল (১৮৫৮-১৯৪৭)।

বক্সারের যুদ্ধের পর ১৭৬৫ সালে ক্লাইড দিল্লির শেষ মোগল সম্রাট শাহ আলমের কাছ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভ করেন। দেওয়ানি লাভের পর বাংলার নবাবকে বৃত্তিভোগীতে পরিণত করে ক্লাইভ দ্বৈতশাসন প্রবর্তন করেন। দ্বৈতশাসন ছিল একটি অদ্ভুত শাসন ব্যবস্থা। এই শাসন ব্যবস্থায় ক্লাইভ বাংলার নবাবের উপর শাসন ও বিচার বিভাগের দায়িত্ব অর্পণ করেন এবং রাজস্ব আদায় ও প্রতিরক্ষার দায়িত্ব ন্যস্ত করেন কোম্পানির উপর। এর ফলে নবাব পেলেন ক্ষমতাহীন দায়িত্ব আর কোম্পানি লাভ করলো দায়িত্বহীন ক্ষমতা। দ্বৈতশাসন ও ছিয়াত্তরের মন্বন্তর:

দ্বৈতশাসন ছিল এদেশের মানুষের জন্য এক চরম অভিশাপ। রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব পেয়ে ইংরেজরা প্রজাদের উপর অতিরিক্ত কর আরোপ করে তা আদায়ে প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করে। কোম্পানি এবং এর কর্মচারীদের অর্থের লালসা দিন দিন বাড়তে থাকে। অতিরিক্ত করের চাপে যখন জনগণ ও কৃষকের নাভিশ্বাস উঠার অবস্থা সে সময় দেশে পর পর তিন বছর অনাবৃষ্টির ফলে খরায় ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়। ১৭৭০ (বাংলা ১১৭৬) সালে বাংলায় নেমে আসে দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া। দুর্ভিক্ষে লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারে মারা গেলেও কোম্পানি করের বোঝা কমানোর কোনো পদক্ষেপ নেয় নি। এই দুর্ভিক্ষে বাংলার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ লোকের মৃত্যু হয়েছিল। ইতিহাসে এটি ছিয়ান্তরের মন্বন্তর নামে পরিচিত।

### **ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনকালে** এদেশে **একাধিক গভর্নর ছিলেন**। তাঁর মধ্যে উল্লেখযোগ্য

• ওয়ারেন হেস্টিংস,

লর্ড উইলিয়াম বেন্টিংক,

• লর্ড কর্নওয়ালিস,

• লর্ড হার্ডিঞ্জ,

• লর্ড ওয়েলেসলি,

• গর্ড ডালহৌসি

ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনকে স্থায়ী রূপ দেওয়ার জন্য তারা বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড ও গ্রহণ করেছিলেন। যেমন যোগাযোগ- রেল, ডাক ও তার ইত্যাদি।

### ইংরেজ শাসকদের গৃহীত প্রধান প্রধান কাজ নিচে উল্লেখ করা হলো-

- ১৮৫৮ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে গৃহীত ভারত শাসন আইনে বাংলায় ব্রিটিশ গভর্নর জেনারেলের হাতে ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা অর্পণ করা হয়।
- 🕨 ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু করে ব্রিটিশদের অনুগত জমিদার শ্রেণি তৈরি করা হয়।
- 🕨 রাষ্ট্র ও প্রশাসন পরিচালনায় ইংরেজ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করা হয়।
- মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় প্রশাসনিক বিভিন্ন দপ্তর, শিক্ষা ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান স্থানান্তর করে এটিকে গুরুত্বপূর্ণ
  নগরীতে রূপান্তর করা হয়। পরে আনুষ্ঠানিকভাবে কলকাতাই হয় বাংলার রাজধানী।
- ইংরেজ গভর্নর লর্ড উইলিয়াম বেন্টিংক ও লর্ড হার্ডিঞ্জ এদেশে শিক্ষা বিস্তারসহ আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চার সূচনা
   করেন।
- সতীদাহ প্রথা ও বাল্যবিবাহ রোধ এবং বিধবা বিবাহ প্রবর্তনসহ সামাজিক কুপ্রথা নিবারণে রাজা রামমোহন রায় এবং
   ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মতো বাঙালিদের উদ্যোগকে তারা সহযোগিতা দেন।



এভাবে দেশে একটি নতুন শিক্ষিত শ্রেণি ও নাগরিক সমাজ গড়ে উঠলেও বৃহত্তর বাঙালি সমাজ ইংরেজ কোম্পানির শাসনে প্রকৃতপক্ষে শোষিত হয়েছে।

ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দখল পেয়েই ক্ষান্ত ছিল না। দিল্লিতে সম্রাট আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর মোগল সাম্রাজ্যে বিভিন্ন সংকট দেখা দেয়। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ছোটোবড়ো নবাব ও দেশীয় রাজারা মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। এর ফলে দিল্লির মসনদও দুর্বল হয়ে পড়ে। এই সুযোগে কোম্পানির সেনাবাহিনী নানা দিকে আধিপত্য বিস্তার করতে শুরু করে।

- ১৮৫৭ সালে কোম্পানি শাসনের প্রায় একশ বছর পরে ইংরেজ অধ্যূষিত ভারতের বিভিন্ন ব্যারাকে সিপাহিদের মধ্যে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু উন্নত অস্ত্র ও দক্ষ সেনাবাহিনীর সাথে চাতুর্য ও নিষ্ঠুরতার যোগ ঘটিয়ে ইংরেজরা এ বিদ্রোহ দমন করে। এরপর
- > ১৮৫৮ সালের ২রা আগস্ট ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ভারত শাসন আইন পাস হয়, যার মধ্য দিয়ে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি শাসনের অবসান ঘটে। ব্রিটিশ সরকার সরাসরি ভারতের শাসনভার নিজ হাতে গ্রহণ করে। ভারত শাসন আইনের ফলে ব্রিটিশ মন্ত্রিসভা কর্তৃক একজন মন্ত্রীকে ভারতসচিব পদে (Secretary of State for India) মনোনীত করা হয়। যিনি ১৫ সদস্যবিশিষ্ট পরামর্শক সভা বা কাউন্সিলের মাধ্যমে ভারত শাসনের ব্যবস্থা করবেন। এই আইন অনুসারে গভর্নর জেনারেলকে ভাইসরয় বা ব্রিটিশ রাজ প্রতিনিধি নামে অভিহিত করা হয়। লর্ড ক্যানিং প্রথম ভাইসরয় নিযুক্ত হন। এভাবেই ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষের উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে।
- ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ১৮৬১ সালে ভারত সরকারকে বাংলায় প্রতিনিধিত্বমূলক আইনসভা স্থাপন করার নির্দেশ দেওয়া হয়
   এবং বঙ্গীয় আইনসভা প্রতিষ্ঠার ঘোষণাও দেওয়া হয়।
- 🕨 ১৮৬২ সালের ১লা ফেব্রুয়ারি থেকে বঙ্গীয় আইনসভার কার্যক্রম শুরু হয়। সদস্য সংখ্যা প্রথমে ১২ জন ছিল।
- ১৮৯২ সালে ২১ জন করা হয়। শুরুতে এই সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত হওয়ার বিধান ছিল না। পরে ভোটে নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের দ্বারা গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে এটি গড়ে উঠে এবং এ ধারাই বাংলাসহ সারা ভারতে প্রচলিত হয়। তবে আইনসভার উপর ব্রিটিশ শাসকদের কর্তৃত্ব ঠিকই বহাল ছিল।
- ব্রিটিশ শাসনকালে (১৮৫৮-১৯৪৭) বাংলার সমাজে সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ছিল কৃষক, অন্যদিকে মুষ্টিমেয় জমিদার ছিল
  সুবিধাপ্রাপ্ত শ্রেণি। সমাজে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের সঙ্গে জড়িত মানুষের সংখ্যা যথেষ্ট ছিল না।
- 🕨 বস্তুত ব্রিটিশ শাসনে বাংলার অর্থনীতির **মেরুদণ্ড কৃষি ও এককালের সমৃদ্ধ তাঁতশিল্প ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছায়।**
- 🕨 বাংলার বণিক গোষ্ঠী তেমন সংগঠিত ছিল না, শিল্পেও বাংলার অবস্থান তখন উল্লেখ করার মতো নয়।
- 🗲 সামাজিক অনুশাসনের দাপটে নারীসমাজ ব্যাপকভাবে পিছিয়ে ছিল।
- মধ্যবিত্ত সমাজও ততটা শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে নি।
- 🗲 ব্রিটেন ছিল সেই সময়ে পৃথিবীর প্রধান ধনী দেশ। গোটা ভারত ছিল ব্রিটেনের উপনিবেশ অর্থাৎ শোষণের ক্ষেত্র।



### ঔপনিবেশিক শাসনের প্রতিক্রিয়া: বাংলার নবজাগরণ ও ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন

ইংরেজরা তাদের শাসন পাকাপোক্ত করার লক্ষ্যে দেশীয়দের মধ্য থেকে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত একটি অনুগত শ্রেণি তৈরিতে মনোযোগ দেয়। এজন্য তারা বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়। যেমন:

- ১৭৮১ সালে ওয়ারেন হেস্টিংস কলকাতা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এর একটা বাড়তি লক্ষ্য ছিল চাকরির সুযোগ সৃষ্টি
  করে রাজ্য হারানো ক্ষুব্ধ মুসলমানদের সন্তুষ্ট করা।
- এরই ধারাবাহিকতায় হিন্দুদের জন্যে ১৭৯১ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয় সংস্কৃত কলেজ। ইংরেজদের উদ্দেশ্য সাধনের পাশাপাশি আধুনিক শিক্ষার সংস্পর্শে এসে স্থানীয় মানুষের মধ্যে নতুন চেতনার স্ফুরণ ঘটতে থাকে। বহুকালের প্রচলিত বিশ্বাস, সংস্কার, বিধান সম্পর্কে তাদের মনে সংশয় ও প্রয় জাগতে থাকে। হিন্দু সমাজ থেকে সতীদাহের মতো কুপ্রথার বিরুদ্ধে রীতিমতো আন্দোলন শুরু হলো, বিধবা বিবাহের পক্ষে মত তৈরি হলো। এদেশে এ সময় জ্ঞানচর্চায় সীমিত কিন্তু কার্যকর জোয়ার সৃষ্টি হয়। ইংরেজ মিশনারি স্যার উইলিয়াম কেরি খ্রিষ্টধর্ম প্রচারের কর্মভূমিকা ছাড়াও নানা সামাজিক কাজে নিজেকে য়ুক্ত রেখেছিলেন। তিনি বাংলা ব্যাকরণ রচনা, মুদ্রণয়ন্ত্র প্রতিষ্ঠা, সংবাদপত্র প্রকাশ, স্কুল টেক্সট বোর্ড গঠনসহ গুরুত্বপূর্ণ কাজের পথ প্রদর্শন করেছিলেন। এরই ধারাবাহিকতায় ইংরেজরা উচ্চ শিক্ষার জন্য সারাদেশে স্কুল প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি কিছু কলেজও স্থাপন করে। অবশেষে ১৮৫৭ সালে উচ্চতর শিক্ষা ও গরেষণার প্রতিষ্ঠান হিসাবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।
- ১৮২১ সালে শ্রীরামপুরে মুদ্রণযন্ত্র স্থাপনও বাংলার মানুষের মনকে মুক্ত করা ও জাগিয়ে তোলার ক্ষেত্রে আরেকটি পথ খুলে দেয়। এর ফলে বইপুস্তক ছেপে জ্ঞানচর্চাকে শিক্ষিত সাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া ও স্থায়িত্ব দেওয়ার পথ সুগম হয়। এ সময় সংবেদনশীল মানুষের নজর যায় সমাজের দিকে। সমাজের অনাচার নিয়ে যেমন তাঁরা আত্মসমালোচনা করেছেন তেমনি শাসকদের অবিচারের বিরুদ্ধেও কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেছেন। বাংলা ভাষায় সংবাদপত্র প্রকাশ করে জনমত সৃষ্টিতে এগিয়ে আসে অনেকে।

রাজা রামমোহন রায় ও ঈশ্চরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সমাজ সংস্কারে হাত দেন। ডিরোজিও, বিদ্যাসাগর প্রমুখ অবাধে মুক্তমনে জ্ঞানচর্চার ধারা তৈরি করেন। আবার বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, মাইকেল মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথের হাতে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশ ঘটে। বাংলা সাহিত্যে মীর মশাররফ হোসেন, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কাজী নজরুল ইসলামের অবদানও ব্যাপক।

বাঙালির এই নবজাগরণ কলকাতা মহানগরীতে ঘটলেও এর পরোক্ষ প্রভাব সারা বাংলাতেই পড়েছে। ঔপনিবেশিক শাসনামলের আধুনিক শিক্ষা ও জাগরণের আরেকটি দিক হলো দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ। সেই সাথে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ও গণতান্ত্রিক অধিকার বোধেরও উন্মেষ ঘটতে থাকে।

### ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনের চূড়ান্ত বীজ রোপিত হয়েছিল ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনা।

### বঙ্গভঙ্গের কারণ:

- 🕨 ইংরেজ শাসকদের বক্তব্য ছিল দেশের কল্যাণ সাধন।
- 🕨 এ সময় বাংলার সীমানা ছিল অনেক বড়।
- 🕨 পূর্ববাংলা, পশ্চিম বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা নিয়ে ছিল বৃহত্তর বাংলা।
- কলকাতাকেন্দ্রিক ইংরেজ শাসকদের পক্ষে দূরবর্তী অঞ্চলে সুশাসন প্রতিষ্ঠা কঠিন ছিল। এ কারণে পূর্ব বাংলা, বিহার
  ও উড়িষ্যার উন্নয়ন সম্ভব হয়্য়নি।
- ইংরেজ ভাইসরয় লর্ড কার্জন ১৯০৩ সালে প্রস্তাব রাখেন যে, সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাংলাকে দুইভাগে ভাগ করা
   হবে।



- ইংরেজ ভাইসরয় লর্ড কার্জন ১৯০৩ সালে প্রস্তাব রাখেন যে, সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাংলাকে দুইভাগে ভাগ করা
   হবে।
- 🕨 ঢাকাকে রাজধানী করে নতুন প্রদেশ করা হবে। এই প্রদেশের নাম হবে 'পূর্ব বঙ্গ ও আসাম প্রদেশ।
- 🕨 একজন লেফটেন্যান্ট গভর্নর এই প্রদেশ শাসন করবেন।

যুক্তি থাকলেও বস্তুতঃ এর মধ্য দিয়ে বাংলায় ক্রমবর্ধমান ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনকে বিভক্ত করাই ছিল মূল উদ্দেশ্য।

- বাংলাকে ভাগ করার মধ্যে দিয়ে ইংরেজ শাসকরা বাংলার হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে ভাঙন ধরাতে চেয়েছে
   বলে মনে করা হয়।
- কারণ, পূর্ববাংলার বেশিরভাগ মানুষ মুসলমান। তাই মুসলমান নেতারা ভেবেছেন নতুন প্রদেশ হলে পূর্ব বাংলার উন্নতি হবে।
- 🕨 কিন্তু শিক্ষিত হিন্দু নেতারা বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করেন। এ কারণে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে দূরত্ব বাড়তে থাকে।
- 🕨 ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বড় নেতাদের অধিকাংশ ছিলেন হিন্দু সম্প্রদায়ের।
- 🕨 তারা মুসলমান নেতাদের সাথে পরামর্শ না করে বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করেন।
- 🕨 ফলে মুসলমান নেতাদের মধ্যে নতুন ভাবনার সৃষ্টি হয়।
- 🗲 তারা বুঝতে পারে মুসলমানদের দাবি আদায়ের জন্য তাদের নিজেদের একটি রাজনৈতিক সংগঠন প্রয়োজন।
- 🕨 এই লক্ষ্যে ১৯০৬ সালে ঢাকায় মুসলিম লীগ নামে মুসলমানদের একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়।
- 🗲 ইংরেজদের অভিসন্ধি অনেকটা সফল হয়।
- 🕨 ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ কার্যকর হওয়ার পর থেকে দুই সম্প্রদায়ের দ্বন্দ্ব স্পষ্ট হয়।
- বঙ্গভঙ্গ কার্যকর করা থেকে শাসকদের বিরত করার জন্য বাঙালি হিন্দু নেতারা একের পর এক চাপ প্রয়োগ করতে
   থাকে।
- প্রকৃতপক্ষে ১৯০৫ এর বঙ্গভঙ্গ ছিল ব্রিটিশদের 'ভাগ করো, শাসন করো' নীতির অন্যতম বহিঃপ্রকাশ।

### স্বাধিকার আন্দোলন

- বাঙালিরা বিনা প্রতিবাদে ইংরেজ শাসকদের কখনোই মেনে নেয় নি। গোটা ইংরেজ শাসনামল জুড়ে বাংলা ও ভারতে নানা প্রতিরোধ আন্দোলন হয়েছে। এর মধ্যে সর্বাগ্রে আসে ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহের কথা। সিপাহী বিদ্রোহ ছিল ব্রিটিশ বিরোধী প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম।
- দীর্ঘ সময় ধরে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক শোষণ, সামাজিক, সাংস্কৃতিক বঞ্চনা, নির্যাতন, ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত এবং সর্বোপরি ভারতীয় সৈন্যদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ এই বিদ্রোহের প্রেক্ষাপট হিসাবে কাজ করেছে।
- বাংলায় সিপাহি মঙ্গল পাল্ডে ও হাবিলদার রজব আলী এ বিদ্রোহে নেতৃত্ব দেন। সিপাহিদের এই বিদ্রোহে ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের স্বাধীনচেতা শাসকরাও যোগ দেয়। ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাই, মহারাষ্ট্রের তাঁতিয়া টোপি এরকমই কয়েকজন। দিল্লির বাদশাহ বাহাদুর শাহ জাফরও এদের সমর্থন জানিয়েছিলেন।



এসব আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এ দেশের অধিকাংশ মানুষের মধ্যে দেশপ্রেম জেগে উঠে এবং তারা ঐক্যবদ্ধ হয়। শিক্ষিত যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে গড়ে ওঠে সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন। সশস্ত্র এই বিপ্লবী তৎপরতা অল্প-বিস্তর উত্থান পতনের মধ্যে প্রায় ১৯৩০ এর দশক পর্যন্ত টিকে ছিল। এদের মধ্যে রয়েছেন ক্ষুদিরাম, বাঘা যতীন, মাষ্টারদা সূর্যসেন, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার প্রমুখ বিপ্লবীরা। এরা প্রত্যেকেই দেশের জন্য আত্মাহুতি দিয়েছিলেন। প্রীতিলতা ছিলেন ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের প্রথম নারী শহিদ। পাশাপাশি বাংলাসহ ভারতব্যাপী জাতীয় পর্যায়ে চলেছিল নানাবিধ নিয়মতান্ত্রিক ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে অসহযোগ আন্দোলন, খেলাফত আন্দোলন, ভারত ছাড় আন্দোলন ইত্যাদি। জাতীয় পর্যায়ের এসব আন্দোলনে যুক্ত বাঙালি নেতাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন হলেন-নেতাজি সুভাষ বসু, চিত্তরঞ্জন দাস, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, শের-ই-বাংলা এ.কে. ফজলুল হক প্রমুখরা। মনে রাখতে হবে, অন্যান্য কারণ থাকলেও নানা ধরনের ধারাবাহিক এসব আন্দোলন ও সংগ্রামের চাপেই ব্রিটিশরা এদেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিল।

### লাহোর প্রস্তাব ও পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা

বাংলা তথা ভারতব্যাপী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ব্যাপক প্রসারে ভীত ইংরেজ শাসকরা শাসনতান্ত্রিক নীতি ও কর্মকান্ড নানাভাবে 'ভাগ করো, শাসন করো' নীতির প্রয়োগ ঘটাতে থাকে। ইতোপূর্বে বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে বাংলার হিন্দু-মুসলমান নেতৃত্বের মধ্যে যে বিভেদের সৃষ্টি হয়েছিল তা ইংরেজদের প্ররোচনার ক্রমশঃ প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের রূপ নিতে থাকে। উল্লেখ্য যে, এক্ষেত্রে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের উচ্চবিত্ত অবাঙালি হিন্দু ও মুসলমান নেতৃবৃন্দের ক্ষমতাকেন্দ্রিক স্বার্থবুদ্ধিও অনেকটা দায়ী ছিল ফলে চলমান জাতীয়তাবাদী রাজনীতিতে ধর্মীয় তথা সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ ঘটতে থাকে।

### ক্রমশঃ

- কংগ্রেস হিন্দু সম্প্রদায়ের এবং মুসলিম লীগ মুসলমানদের রাজনৈতিক দল হিসাবে পরিগণিত হতে থাকে, যদিও কংগ্রেসে অনেক বড় মাপের মুসলমান নেতা ছিলেন। যাহোক বিভেদের রাজনীতির ফলে হিন্দু, মুসলমান নেতা ও সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে লাহোর প্রস্তাবের ধারণাই কাজ করতে থাকে।
- ১৯৪০ সালে উত্থাপিত লাহোর প্রস্তাবে ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান অধ্যুষিত এলাকাগুলো নিয়ে রাষ্ট্রসমূহ গঠনের কথা বলা হয়েছিল।
- 🕨 যার ভিত্তিতে ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ ভাগ হয়ে ভারত ও পাকিস্তান নামে দু'টি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হয়।
- 🕨 সেই সাথে অবসান ঘটে প্রায় দু'শ বছরের ইংরেজ শাসনের।
- ভারত বিভক্তির সাথে সাথে বাংলাও দু'টি ভাগে বিভক্ত হয়্য়- মুসলমান অধ্যুষিত পূর্ব-বাংলা পাকিস্তানের সাথে যুক্ত হয়;
   আর হিন্দু অধ্যুষিত পশ্চিম-বাংলা ভারতের সাথে যুক্ত হয়।
- 🕨 তবে এভাবে বাংলা ভাগ করাকে বাংলার কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের হিন্দু, মুসলমান নেতারা একইভাবে মেনে নেন নি।
- শরৎ বসু ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী চেষ্টা করেছিলেন অখণ্ড বাংলা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার, কিন্তু সে প্রচেষ্টা সফল হয় ন ব্রিটিশ অধীনতা থেকে মুক্তি পেলেও তা পূর্ব-বাংলার জনগণের প্রকৃত স্বাধীনতা হয়ে উঠতে পারে নি।
- 🕨 পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী পূর্ব-বাংলার জনগণের উপর পরাধীনতা চাপিয়ে দেয়।
- প্রকৃতপক্ষে ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্টের পর থেকেই পূর্ব-বাংলার জনগণকে প্রকৃত স্বাধীনতার জন্যে নতুন করে
   আন্দোলন শুরু করতে হয়।



# 🧽 বহুনিৰ্বাচনী (MCQ)

| ১. বাংলায় স্বাধীন সুল             | নতানি শাসন প্রতিষ্ঠা করেন               | কে?                        |   |           |  |
|------------------------------------|---|----------------------------|---|-----------|--|
| ক. নবাব সিরাজউদ্দৌলা               |   | খ. নবাব আলিবর্দি খাঁ       | খ. নবাব আলিবর্দি খাঁ                      |           |  |
| গ. ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ            |   | ঘ. ইখতিয়ার উদ্দিন ৫       | ঘ. ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বখতিয়ার খলজি |           |  |
| ২. শশাঙ্কের মৃত্যুর পর             | ব একশত বছরকে মাৎস্যন্ <u>য</u>          | ায়ের যুগ বলা হয়। কারণ তখ | <b>-</b>                                  |           |  |
| i. দেশে সর্বত্র বিশ্               | া্ঙ্খলা বিরাজ করত।                      |                            |   |           |  |
| ii. বড়মাছ ছোট দে                  | হাট মাছকে ধরে খেয়ে ফেল                 | ত।                         |   |           |  |
| iii. শাসকবর্গ সুশা                 | দনে অক্ষম ছিল।                          |                            |   |           |  |
| নিচের কোনটি সঠিব                   | 5?                                      |                            |   |           |  |
| ক. i ও ii                          | খ. i હ iii                              | গ. ii ও iii                | ঘ. i, ii ও iii                            | উত্তর: খ  |  |
| 🗖 নিচের উদ্দীপকটি                  | পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্ত             | র দাও।                     |   |           |  |
| আশার দাদু তাকে এব                  | <mark>চটি ঐতিহাসিক ঘটনা প্রস</mark> ে   | ঙ্গ বললেন যে, বাংলার নবাবে | ক শাসন কাজের জবাবদিহি                     | করতে হতো। |  |
| তাকে এ কাজে অর্থের                 | া জন্য অন্য একটি কর্তৃপক্ষে             | নর মুখাপেক্ষী থাকতে হতো।   |   |           |  |
| ৩. আশার দাদুর বর্ণিত               | চ ঘটনায় কো <mark>ন</mark> শাসনের চিত্র | ত্ৰ প্ৰতিফলিত হয়েছে?      |   |           |  |
| ক. নবাব শাসন                       | খ. দ্বৈ <mark>ত শাস</mark> ন            | গ. সুবাদার শাসন            | ঘ. ইংরেজ শাসন                             | উত্তর: খ  |  |
| ৪. বর্ণিত ঘটনার ফলে                | r_                                      |                            |   |           |  |
| i. দেশে অর্থনৈতিব                  | ক সমৃদ্ধি ঘট <del>ে</del>               |                            |   |           |  |
| ii. জনগণ দারুণভ                    | াবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়                     |                            |   |           |  |
| iii. জনগণের মধ্যে                  | বিদ্রোহী মনোভাব জেগে উ                  | ঠে                         |   |           |  |
| নিচের কোনটি সঠিক                   | ?                                       |                            |   |           |  |
| ক. i                               | খ. ii                                   | গ. iii                     | ঘ. i, ii ও iii                            | উত্তর: খ  |  |
| ৫. কতসালে ওয়েস্টফ                 | ালিয়ার চুক্তি হয়?                     |                            |   |           |  |
| ক. ১৬৪৭                            | খ. ১৬৪৮                                 | গ. ১৬৪৯                    | ঘ. ১৬৫০                                   | উত্তর: খ  |  |
| ৬. ইংরেজরা কীভাবে                  | অনুগত শ্রেণি তৈরি করেছিন                | न?                         |   |           |  |
| ক. দেশ বিভাগের মাধ্যমে             |   | খ. কুসংস্কার দূরীকরণে      | খ. কুসংস্কার দূরীকরণের মাধ্যমে            |           |  |
| গ. ভারত শাসন আইন প্রণয়নের মাধ্যমে |   | ঘ. চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত    | প্রবর্তন করে                              | উত্তর: ঘ  |  |
| ৭. 'বর্গী' কাদের বলা               | হতো?                                    |                            |   |           |  |
| ক. সেনদের                          | খ. তুর্কীদের                            | গ. আফগানদের                | ঘ. মারাঠাদের                              | উত্তর: খ  |  |



৮. দিল্লির সাথে বাংলার সম্পর্কের বড় ধরনের পরিবর্তনের কারণ-ক. আকবরের মসনদে বসা খ. হুমায়ুনের মসনদে বসা গ. জাহাঙ্গীরের মসনদে বসা ঘ. বাবরের মসনদে বসা উত্তর: গ ৯. মৌর্যদের পর ভারতে কোন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়? ক. মোঘল উত্তর: খ খ. গুপ্ত গ. পাল ঘ. সেন ১০. কোন তারিখে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ভারত শাসন আইন পাস হয়? ক. ১৮৫৮ সালের ২ আগস্ট খ. ১৮৫৮ সালের ২ সেপ্টেম্বর গ. ১৮৫৮ সালের ২ অক্টোবর ঘ. ১৮৫৮ সালের ২ নভেম্বর উত্তর: ক ১১. ১৮৫৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কেন প্রতিষ্ঠিত হয়? ক. গবেষণার জন্য খ. মুসলমানদের সন্তুষ্ট করার জন্য গ. হিন্দুদের সন্তুষ্ট করার জন্য ঘ. ব্রিটিশদের শাসন পাকাপোক্ত করার জন্য উত্তর: ক ১২. বাংলার স্বাধীন সুলতানি শাসনের অবসান ঘটে কত সালে? ক. ১২০৬ খ. ১৩৩৮ গ. ১৫৩৮ ঘ. ১৫৭৬ উত্তর: গ ১৩. এদেশে ইংরেজদের শিক্ষা বিস্তারের ফলে-ক. প্রচলিত বিশ্বাস ভঙ্গ হয় খ. মানুষের মনে হিংসা দানা বাঁধে গ. ভ্রাতৃত্ব গড়ে উঠে ঘ. জনমনে অসন্তোষ সৃষ্টি হয় উত্তর: ক ১৪. সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বাংলাকে দুইভাগ করার প্রস্তাব দেন কে? ক. লর্ড বেন্টিংক খ. লর্ড কার্জন গ. লর্ড হার্ডিঞ্জ ঘ. লর্ড ক্লাইভ উত্তর: খ ১৫. কোন শক্তির হাতে সেন শাসনের অবসান ঘটে? ঘ. মুসলিম ক. আৰ্য খ. মৌর্য গ. পাল উত্তর: ঘ ১৬. কত সালে ফখরুদ্দিন মোবারক শাহ বাংলার স্বাধীন সুলতানি প্রতিষ্ঠা করেন? ক. ১২৩৮ খ. ১৩৩৮ গ. ১৪৪৮ ঘ. ১৫৩৮ উত্তর: খ ১৭. সতীদাহ প্রথা বিল কে পাস করেন? ক. লর্ড ডালহৌসি খ. লর্ড হার্ডিং গ. লর্ড উইলিয়াম বেন্টিংক ঘ. লর্ড ওয়েলেসলি উত্তর: গ ১৮. কত সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়? ক. ১৬৫৭ খ. ১৭৫৭ গ. ১৮৫৭ ঘ. ১৯৫৭ উত্তর: গ



| ১৯. ব্রিটিশ ভারতে প্রথম           | ভাইসরয় কে ছিলেন?                       |                                 |                               |           |  |
|-----------------------------------|---|---------------------------------|-------------------------------|-----------|--|
| ক. লর্ড বেন্টিঙ্ক                 | খ. লর্ড ক্যানিং                         | গ. লর্ড কার্জন                  | ঘ. লর্ড হার্ডিঞ্জ             | উত্তর: খ  |  |
| ২০. ইংরেজদের এদেশে                | শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্য ছিলে          | п-                              |                               |           |  |
| ক. বাণিজ্য বিস্তার করা            |   | খ. আয় বৃদ্ধি করা               |                               |           |  |
| গ. শাসন স্থায়ী করা               |   | ঘ. জনকল্যাণ করা                 |                               | উত্তর: গ  |  |
| ২১. বর্তমানে ঢাকা শহরে            | কে উত্তর ও দক্ষিণ ঢাকা নামে             | ৷ দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে      | । এর মাধ্যমে ইতিহাসের কে      | ান ঘটনাকে |  |
| ইঙ্গিত করে?                       |   |                                 |                               |           |  |
| ক. দেশ ভাগ                        |   | খ. বঙ্গভঙ্গ                     |                               |           |  |
| গ. স্বাধীন বাংলাদেশের ব           | অভ্যুদয়                                | ঘ. ভারত পাকিস্তান সৃষ্টি        |                               | উত্তর: খ  |  |
| ২২. ব্রিটিশ শাসনামলে ন            | াারীসমাজ পিছিয়ে ছিল কেন <sup>্</sup>   | ?                               |                               |           |  |
| ক. সামাজিক অনুশাসনে               | ার জন্য                                 | খ. ব্রিটিশদের কঠোর নীণি         | খ. ব্রিটিশদের কঠোর নীতির জন্য |           |  |
| গ. ধর্মীয় গোঁড়ামির জন্য         |   | ঘ. শিক্ষা গ্রহণে অনাগ্রহের জন্য |                               | উত্তর: ক  |  |
| ২৩. কারা সর্বপ্রথম বাংল           | াা তথা ভা <mark>রতবর্ষে</mark> আগমন করে | রেন?                            |                               |           |  |
| ক. ইংরেজরা                        | খ. প <mark>র্তুগিজ</mark> রা            | গ. দিনেমাররা                    | ঘ. ওলন্দাজরা                  | উত্তর: খ  |  |
| ২৪. কলকাতা মাদ্রাসা প্র           | তিষ্ঠা করেন কে?                         |                                 |                               |           |  |
| ক. লর্ড ডালহৌসি                   | খ. লর্ড ওয়েলেসলি                       | গ. ওয়ারেন হেস্টিংস             | ঘ. লর্ড কর্নওয়ালিস           | উত্তর: গ  |  |
| ২৫. ব্রিটিশরা কেন বাংল            | া প্রদেশকে বিখণ্ডিত করার প              | রিকল্পনা গ্রহণ করেছিল?          |                               |           |  |
| ক. হিন্দু মুসলমানদের ম            | ধ্যে সম্পর্ক স্থাপন                     | খ. অধিক রাজস্ব আদায়            | খ. অধিক রাজস্ব আদায় করা      |           |  |
| গ. তাদের কর্তৃত্ব স্থায়ীকর       | বণ                                      | ঘ. নারী সমাজের উন্নয়ন          |                               | উত্তর: গ  |  |
| ২৬. বঙ্গভঙ্গের ফলে-               |   |                                 |                               |           |  |
| i. মুসলিম লীগের জন্ম ত্ব          | রান্বিত হয়                             |                                 |                               |           |  |
| ii. সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব স্পষ্ট | ই হয়                                   |                                 |                               |           |  |
| iii. দ্বিজাতিতত্ত্বের উদ্ভব       | হয়                                     |                                 |                               |           |  |
| নিচের কোনটি সঠিক?                 |   |                                 |                               |           |  |
| ক. i                              | খ. ii                                   | গ. iii                          | ঘ. i, ii ও iii                | উত্তর: ঘ  |  |
| ২৭. উপনিবেশে প্রতিষ্ঠা            | করা শাসনকে কী বলা হয়?                  |                                 |                               |           |  |
| ক. ঔপনিবেশিক                      | খ. দ্বৈত                                | গ. এককেন্দ্রিক                  | ঘ. প্রাদেশিক                  | উত্তর: খ  |  |



২৮. বাংলা ও ভারতে প্রতিষ্ঠিত ইংরেজ শাসনযুগকে ঔপনিবেশিক শাসন বলা হয় কেন? ক. ক. ঔপনিবেশিক শাসনের বৈশিষ্ট্যের সাথে মিল থাকায় খ. কেন্দ্রীয় শাসনের বৈশিষ্ট্যের সাথে মিল থাকায় গ. এককেন্দ্রিক শাসনের বৈশিষ্ট্য অনুসরণ করায় ঘ. দ্বৈত শাসননীতি মেনে চলায় উত্তর: ক ২৯. কাদের আগমনের অনেক আগে থেকেই বাংলাদেশে বহিরাগত শক্তি প্রবেশ করেছিল? গ. ইংরেজ ক. মৌর্য খ. গুপ্ত উত্তর: গ ঘ. পাল ৩০. বহিরাগত শাসকদের বাংলার দিকে দৃষ্টি ছিল কেন? খ. খনিজ সম্পদের কারণে ক. ধনসম্পদের কারণে ঘ. প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কারণে উত্তর: ক গ. মৎস্য সম্পদের কারণে ৩১. নিচের কোন বংশ বাংলায় কোনো শাসন প্রতিষ্ঠা করেনি? ক. মৌর্য খ. গুপ্ত গ. আর্য উত্তর: গ ঘ. পাল ৩২. কে খ্রিষ্টপূর্ব তিন শতকে বাংলার উত্তরাংশ দখল করেন? ক. মহামতি অশোক খ. রাজা শশাঙ্ক গ. রাজা লক্ষণসেন ঘ. সম্রাট হুমায়ুন উত্তর: ক ৩৩. মৌর্যদের পর ভারতে কোন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়? ক. পাল খ. সেন গ. গুপ্ত ঘ. আর্য উত্তর: গ ৩৪. চার শতকে উত্তর বাংলা ও দক্ষিণ-পূর্ব বাংলার কিছু অংশ 'ক' নামক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। উক্ত সাম্রাজ্য ভারতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। 'ক' নামক সাম্রাজ্যের সাথে নিচের কোন সাম্রাজ্যের সাদৃশ্য রয়েছে? ক. মৌর্য খ. গুপ্ত উত্তর: গ গ. মোগল ঘ. পাল ৩৫. কত শতকে উত্তর বাংলায় প্রথম বাঙালি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়? ক. চার খ. পাঁচ গ. ছয় ঘ. সাত উত্তর: ঘ ৩৬. কাদের পতনের পর উত্তর বাংলায় প্রথম বাঙালি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়? ঘ. আর্য ক. গুপ্ত খ. সেন গ. পাল উত্তর: ক ৩৭. কার মৃত্যুর পর একশ বছর ধরে বাংলায় অরাজকতা চলতে থাকে? ক. শশাঙ্ক খ. হুমায়ুন গ. অশোক ঘ. লক্ষণসেন উত্তর: ক ৩৮. পাল রাজারা কত বছর বাংলা শাসন করেন? খ. প্রায় তিনশ ক. প্রায় দুইশ ঘ. প্রায় পাঁচশ উত্তর: গ গ. প্রায় চারশ ৩৯. কাদের পতনের পর বাংলা পুনরায় বিদেশি শাসনের অধীনে চলে যায়? ক. পাল খ. সেন গ. গুপ্ত ঘ. মৌর্য উত্তর: ক



উত্তর: ক

৪০. নিচের কোন ব্যক্তি তুর্কি সেনাপতি ছিলেন? ক. ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি খ. নবাব সিরাজউদ্দৌলা গ. ফখরউদ্দিন মুবারক শাহ ঘ. নবাব আলীবর্দী খা উত্তর: ক ৪১. কার মাধ্যমে বাংলায় তুর্কি সুলতানদের শাসনের পথ প্রশস্ত হয়েছিল? ক. ফখরউদ্দিন মুবরাক শাহ খ. কুতুবউদ্দিন আইবেক গ. ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি ঘ. সম্রাট জাহাঙ্গীর উত্তর: গ ৪২. বখতিয়ার খলজি কত সালে মৃত্যুবরণ করেন? ক. ১২০৬ উত্তর: ক খ. ১২০৮ গ. ১২১০ ঘ. ১২১২ ৪৩. ১২০৬ সাল থেকে কত সাল পর্যন্ত বাংলা জুড়ে মুসলিম শাসনের বিস্তার ঘটতে নিচের কোনটি সঠিক থাকে? ক. ১২৩৬ খ. ১২৩৮ গ. ১৩৩৬ ঘ. ১৩৩৮ উত্তর: ঘ ৪৪. কত সালে সোনারগাঁওয়ের শাসনকর্তা ফখরউদ্দিন মুবারক শাহ দিল্লির মুসলমান সুলতানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন? ক. ১৩৩৮ খ. ১৩৩৯ গ. ১৩৪০ উত্তর: ক ঘ. ১৩৪১ ৪৫. কখন বাংলার স্বাধীন সুলতানি শাসনের অবসান ঘটে? ক. ১৫৩৮ সালে খ. ১৫৪০ সালে গ. ১৫৪২ সালে ঘ. ১৫৪৪ সালে উত্তর: ক ৪৬. কে ১৫৩৮ সালে ইকলিম লখনৌতি দখল করেন? ক. মহামতি অশোক গ. সম্রাট আকবর ঘ. সম্রাট হুমায়ুন খ. রাজা লক্ষণসেন উত্তর: ঘ ৪৭. বারো ভূঁইয়াদের নেতা কে ছিলেন? ক. ঈশা খাঁ খ. মানসিংহ উত্তর: ক গ. অশোক ঘ. লক্ষণ সেন ৪৮. কে চূড়ান্তভাবে বারো ভূঁইয়াদের পরাজিত করে ঢাকা অধিকার করেন? খ. বখতিয়ার খলজি গ. ইসলাম খান চিশতি ক. সম্রাট হুমায়ুন ঘ. সম্রাট জাহাঙ্গীর উত্তর: গ ৪৯. কত সালে মোগল শাসনের চূড়ান্ত অবসান ঘটে? ক. ১৭৫৭ খ. ১৭৫৮ গ. ১৭৬১ ঘ. ১৭৬৭ উত্তর: ক ৫০. বহিরাগত শাসকদের বাংলাদেশে আগমনের কারণ হিসেবে কোনটি যুক্তিযুক্ত? ক. সম্পদের প্রাচুর্যতা খ. রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা

ঘ. ভৌগোলিক অবস্থান

গ. ধর্ম নিরপেক্ষতা



৫১. ঔপনিবেশিক শাসনের বৈশিষ্ট্য হচ্ছেi. দখলদার শক্তি চিরস্থায়ীভাবে শাসন প্রতিষ্ঠা করতে আসে না ii. দখলদার শক্তি চিরস্থায়ীভাবে শাসন প্রতিষ্ঠা করতে আসে iii. দখলকৃত দেশের ধন-সম্পদ নিজ দেশে পাচার করে নিচের কোনটি সঠিক? ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii উত্তর: খ ৫২. ১২০৪ থেকে ১২০৬ সাল পর্যন্ত বখতিয়ার খলজির দখলে ছিল i. নদীয়া ii. পশ্চিমবঙ্গ iii. উত্তরবাংলার কিছুটা অংশ নিচের কোনটি সঠিক? ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii উত্তর: খ ৫৩. ১৫৭৬ সালে মোগলদের অধিকারে আসেi. পূর্ব বাংলা ii. পশ্চিম বাংলা iii. উত্তর বাংলার অনেকটা অংশ নিচের কোনটি সঠিক? ক.iওii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii উত্তর: গ নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৫৪ ও ৫৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও: ১৯৫৭ সালের একটি যুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতন হয়। তার এ পতনের মধ্য দিয়ে বাংলায় ইউরোপীয় শক্তির শাসন শুরু হয়। ৫৪. অনুচ্ছেদে কোন যুদ্ধের প্রতিফলন ঘটেছে? ক. উপদেশীয় খ. পানিপথের গ, পলাশীর ঘ. বক্সারের উত্তর: গ ৫৫. উক্ত যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলায় i. মোগল শাসন চূড়ান্ত রূপ লাভ করে ii. শাসন ক্ষমতার পরিবর্তন হয় iii. নতুন বিদেশি শক্তির আগমন ঘটে নিচের কোনটি সঠিক? ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii উত্তর: গ



৫৬. ১৬৪৮ সালে ইউরোপের যুদ্ধরত বিভিন্ন দেশের মধ্যে সম্পাদিত শক্তির চুক্তির নাম কী ছিল? ক. ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি খ. জেনেভা চুক্তি গ. ডেটন চুক্তি ঘ. ওয়েস্টফালিয়ার চুক্তি উত্তর: ঘ ৫৭. ইংরেজ কোম্পানিগুলোর গভর্নর হিসেবে উইলিয়াম হেজেজ হুগলিতে আসেন কত সালে? ক. ১৬৬২ খ. ১৬৮৩ গ. ১৬৮২ উত্তর: গ ৫৮. ১৪৯৮ সালে ভাস্কো-ডা-গামা দক্ষিণ ভারতের কোন বন্দরে এসে পৌঁছেন? ক. কোচিন খ. কালিকট গ. বোম্বাই উত্তর: খ ঘ. গোয়া ৫৯. কখন ইউরোপে যুগান্তকারী বাণিজ্য বিপ্লবের সূচনা হয়? ঘ. ১৫শ শতক ক. ১২শ শতক খ. ১৩শ শতক গ. ১৪শ শতক উত্তর: গ ৬০. ভাস্কো-ডা-গামা কোন দেশের নাবিক ছিলেন? [সেন্ট জোসেফ উচ্চ বিদ্যালয়, খুলনা] ক. পর্তুগীজ খ. ইটালীয় গ. ফরাসি ঘ. আইরিশ উত্তর: ক ৬১. বাংলায় যে সকল ইউরোপীয় ব্যবসায়ী বাণিজ্য করতে এসেছে তাদের মধ্যে অন্যতম হলো— [সেন্ট জোসেফ উচ্চ বিদ্যালয়, খুলনা] i. ওলন্দাজ ii. পর্তুগীজ iii. ফরাসি নিচের কোনটি সঠিক? ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii উত্তর: ঘ ৬২. ইউরোপের অর্থনীতি তেজি হওয়ার ক্ষেত্রে কোনটি প্রভাব রেখেছিল? ক. সমুদ্রপথে বাণিজ্যের বিস্তার খ. শ্রমিকের সহজলভ্যতা গ. কুটিরশিল্পের বিস্তার ঘ. দাস প্রথার বিলোপ উত্তর: ক ৬৩. ইউরোপে বাণিজ্য বিপ্লবের ফলে কাঁচামাল ও উৎপাদিত সামগ্রীর জন্য কিসের সন্ধান গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে? ক. বাজারের খ. পরিবহণের গ. শ্রমের ঘ. শ্রমিকের উত্তর: ক ৬৪. ভারতবর্ষকে বিশ্ব-বাণিজ্য বিস্তারের প্রতিযোগিতার মধ্যে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে কার ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল? ঘ. ইউলিয়াম হেজেজ ক. বার্ণিয়ের খ. ইবনে বাতুতা গ. ভাস্কো-ডা-গামা উত্তর: গ ৬৫. দক্ষ নাবিক আল বুকার্ক কোন মহাসাগরের কর্তৃত্ব অধিকার করেছিলেন? খ. আটলান্টিক ক. প্রশান্ত গ. ভারত ঘ. বঙ্গোপসাগর উত্তর: গ ৬৬. কোন নাবিক প্রায় পুরো ভারতের বহির্বাণিজ্য করায়ত্ত করে নেন? ক. আল বুকার্ক গ. ম্যাগালান উত্তর: ক খ. কলম্বাস ঘ. ভাস্কো-ডা-গামা



৬৭. ১৬৪৮ সালের ওয়েস্ট ফলিয়ার চুক্তিটি মূলত কী ধরনের চুক্তি ছিল? ক. শান্তি চুক্তি খ. অস্ত্রবিরোধী চুক্তি গ. যুদ্ধবিরতি চুক্তি ঘ. বৈদেশিক চুক্তি উত্তর: ক ৬৮. ইউরোপীয় জাতিসমূহের বহির্বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অধিকাংশের লক্ষ কোন অঞ্চল ছিল? ক. আফ্রিকা খ. উত্তর আমেরিকা গ. ভারতবর্ষ ঘ. পূর্ব এশিয়া উত্তর: গ ৬৯. কোন জাতিটি বাংলায় কারখানা স্থাপন করে ব্যবসা করেছিল? গ. অসি ক. আফ্রিকান খ. কিউন ঘ. দিনেমার উত্তর: ঘ ৭০. ১৬৮০-৮৩ সালের মধ্যে শুধুমাত্র ইংল্যান্ড থেকে বাংলার রপ্তানি আয় কত টাকা ছিল? ক. ১৬ লক্ষ টাকা খ. ১৮ লক্ষ টাকা ঘ. ২২ লক্ষ টাকা গ. ২০ লক্ষ টাকা উত্তর: খ ৭১. বার্নিয়ের কে ছিলেন? [ডা. খাস্তগীর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম; রামদেও বাজলা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, জয়পুরহাট; ব্লু-বার্ড উচ্চ বিদ্যালয়, সিলেট] ক. জার্মান পর্যটক খ. ফরাসি পর্যটক গ. চীনা পর্যটক ঘ. ব্রিটিশ পর্যটক উত্তর: খ ৭২. বার্ণিয়ের বর্ণনা অনুসারে কাসিমবাজারে কিসের ফ্যাক্টরি ছিল? ক. সিল্কের খ. পাটের গ. তাঁতের ঘ. বস্ত্রের উত্তর: ক ৭৩. বার্ণিয়ের বর্ণনা অনুযায়ী কেবল কাশিমবাজারে বছরে কী পরিমাণ সিল্ক উৎপাদিত হতো? ক. ২২ হাজার বেল খ. ২৩ হাজার বেল গ. ২৪ হাজার বেল ঘ. ২৫ হাজার বেল উত্তর: ক ৭৪. ফরাসি পর্যটক বার্নিয়ের কত সালে কাশিমবাজারের সিল্ক ফ্যাক্টরির কথা লিখেছেন? ক. ১৫৬৬ খ. ১৬৬৬ গ. ১৭৬৬ উত্তর: খ ঘ. ১৮৬৬ ৭৫. উইলিয়াম হেজেজ কত সালে স্বদেশ থেকে সৈন্য এনে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেন? গ. ১৬৮৭ উত্তর: খ ক. ১৬৮৫ খ. ১৬৮৬ ঘ. ১৬৮৮

৭৬. প্রিয়ন্ত তার শিক্ষকের নিকট থেকে জানতে পারে, ১৪৯৮ সালে একজন পর্তুগিজ নাবিক দক্ষিণ ভারতের কালিকট বন্দরে পৌঁছে ভারতবর্ষকে বিশ্ব-বাণিজ্য বিস্তারের প্রতিযোগিতার মধ্যে নিয়ে আসেন। প্রিয়ন্ত তার শিক্ষকের নিকট থেকে

গ. উইলিয়াম হেজেজ

ঘ. রবার্ট ক্লাইভ

উত্তর: ক

কার কথা জানতে পারে?

ক. ভাস্কো-ডা-গামা

খ. আল বুকার্ক



| ৭৭. ইউরোপীয় জাতিগুলে   | ার কাছে ভারতবর্ষের যে জি     | নিসগুলো আকর্ষণীয় হয়ে       | উঠে সেগুলো হলো- [অন্নদ   | া সরকারি    |
|---|------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------|
| উচ্চ বিদ্যালয়, ব্রাহ্মণবাড়িয়   | যা]                          |                              |                          |             |
| i. বাংলার সিল্ক   |                              |                              |                          |             |
| ii. কয়লা সম্পদ   |                              |                              |                          |             |
| iii. মসলা   |                              |                              |                          |             |
| নিচের কোনটি সঠিক?   |                              |                              |                          |             |
| ক. i ও ii   | খ. i ও iii                   | গ. ii ও iii                  | ঘ. i, ii ও iii           | উত্তর: খ    |
| ৭৮. বিদেশি বণিকরা এদে   | শ স্থানীয় শ্রমিকদের খাটিয়ে | প্রচুর মুনাফা করতে থাকে য    | ার ভিত্তি—               |             |
| i. পুঁজির জোর   |                              |                              |                          |             |
| ii. মেধার বিকাশ   |                              |                              |                          |             |
| iii. উন্নত কারিগরি জ্ঞানের  | সমন্বয়                      |                              |                          |             |
| নিচের কোনটি সঠিক?   |                              |                              |                          |             |
| ক. i ও ii   | খ. i ও iii                   | গ. ii ও iii                  | ঘ. i, ii ও iii           | উত্তর: খ    |
| ৭৯. ১৬৮৭ থেকে ১৬৯০ স  | াল পর্যন্ত মুঘল-ইংরেজদের য   | ণাঝে কয়েকটি যুদ্ধ হয়। এ যূ | যুদ্ধগুলোর পেছনে ইংরেজদে | ার উদ্দেশ্য |
| ছিল—  |                              |                              |                          |             |
| i. সৈন্য রেখে ব্যবসা করা  |                              |                              |                          |             |
| ii. প্রশাসনিক ব্যবস্থার পরি   | বৰ্তন                        |                              |                          |             |
| iii. কুঠি ও কারখানা তৈরি  |                              |                              |                          |             |
| নিচের কোনটি সঠিক?   |                              |                              |                          |             |
| ক. i ও ii   | খ. i ও iii                   | গ. ii ও iii                  | ঘ. i, ii ও iii           | উত্তর: খ    |
| ৮০. যেসব কারণে ইউরোণে   | পর কোনো কোনো দেশের অ         | র্থনীতি তেজি হয়ে উঠেছিল     | তা হলো—                  |             |
| i. কারিগরি ও বাণিজ্যিক ি  | বকাশ                         |                              |                          |             |
| ii. খনিজ সম্পদের আবিষ্ক   | ার                           |                              |                          |             |
| iii. সমুদ্রপথে বাণিজ্যের বি   | iস্তার                       |                              |                          |             |
| নিচের কোনটি সঠিক?   |                              |                              |                          |             |
| ক. i ও ii   | খ. i ও iii                   | গ. ii ও iii                  | ঘ. i, ii ও iii           | উত্তর: ঘ    |
| ৮১. এদেশে কলকারখানা স্থাপন ইউরোপিয়ানদের যে বৈশিষ্ট্যের পরিচয় বহন করে- |                              |                              |                          |             |
| i. অধিক মুনাফা লাভ  |                              |                              |                          |             |
| ii. দীর্ঘমেয়াদি ব্যবসা   |                              |                              |                          |             |
| iii. ফায়দা উসুল  |                              |                              |                          |             |
| নিচের কোনটি সঠিক?   |                              |                              |                          |             |
| ক. i ও ii   | খ. i ও iii                   | গ. ii ও iii                  | ঘ. i, ii ও iii           | উত্তর: ঘ    |



### নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৮২ ও ৮৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে বলেন, সতেরো শতকে উপনিবেশবাদী বেশ কিছু দেশের বণিকের বাংলাতথা ভারতবর্ষে আগমন ঘটে। বাণিজ্যের নামে তারা স্থায়ীভাবে বাংলায় অবস্থান করতেশুরু করে।

৮২. অনুচ্ছেদে কোন উপনিবেশবাদীদের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে?

ক. ইউরোপীয়

খ. ভারতীয়

গ. অস্ট্রেলীয়

ঘ. নিগ্রোয়েড

উত্তর: ক

৮৩. উক্ত উপনিবেশবাদীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তথ্য—

i. বাংলা থেকে পুঁজি পাচার করে নিয়ে যায়

ii. বাংলার কয়েকটি স্থানে বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপন করে

iii. চিরস্থায়ীভাবে বাংলা তাদের অধিকারভুক্ত হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii

খ. i ও iii

গ. ii ও iii

ঘ. i, ii ও iii

উত্তর: ক

৮৪. কত বছর বয়সে সিরাজউদ্দৌলা সিংহাসনে আরোহণ করেন?

ক. ২০

খ. ২২

গ. ২৪

ঘ. ২৬

উত্তর: খ

৮৫. নবাব সিরাজউদ্দৌলার বড় খালার নাম কী ছিল?

ক. ঘসেটি বেগম

খ. জাহানারা বেগম

গ. আনোয়ারা বেগম

ঘ. ঝোঁধা বাঈ

উত্তর: ক

৮৬. সিরাজউদ্দৌলা কাদের হাতে পরাজিত হন?

ক. মারাঠা

খ. ইংরেজ

গ. আফগান

ঘ. পাকিস্তানি

উত্তর: খ

৮৭. সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ের অন্যতম কারণ কোনটি?

ক. ঘনিষ্ঠজনদের ষড়যন্ত্র

খ. অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি

গ. ধর্মীয় গোঁড়ামি

ঘ. প্রজাদের প্রতি শোষণ

উত্তর: ক

৮৮. পলাশীর যুদ্ধে সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ের অন্যতম কারণ ছিল আত্মীয়দের ষড়যন্ত্র। এজন্য প্রধানত দায়ী ছিলেন

কে?

ক. মীর কাশিম

খ. মীর জাফর

গ. লর্ড ক্লাইভ

ঘ. ঘসেটি বেগম

উত্তর: ঘ

৮৯. নবাব সিরাজউদ্দৌলা ক্ষমতা গ্রহণের পরপরই কোনটির সম্মুখীন হয়েছিলেন?

ক. অর্থনৈতিক সংকট

খ. ইংরেজ শক্তি সামলানো

গ. দুর্যোগ মোকাবিলা

ঘ. বয়স নিয়ে সমালোচনা

উত্তর: খ

৯০. আলীবর্দী খাঁর মৃত্যুর পর সিরাজউদ্দৌলা ক্ষমতায় বসে কোন সমস্যায় পতিত হয়েছিলেন?

ক. ষড়যন্ত্ৰ

খ. দুর্ভিক্ষ

গ. জলদস্যু

ঘ. মহামারি

উত্তর: ক

৯১. মারওয়াড়িরা কোথা থেকে বাংলায় এসেছিলেন?

ক. আফগান

খ. পাঞ্জাব

গ. সিন্ধু

ঘ. রাজপুতানা

উত্তর: ঘ



| ৯২. স্বাধীন সুলতানি আমল  | <del>া</del> কত বছর দীর্ঘস্থায়ী হয়েছি   | ল?                     |                |          |  |  |  |
|--|---|------------------------|----------------|----------|--|--|--|
| ক. একশ বছর   | খ. দুশ বছর  | গ. তিনশ বছর            | ঘ. চারশ বছর    | উত্তর: খ |  |  |  |
| ৯৩. বাণিজ্য বিস্তারের ফলে  | ৯৩. বাণিজ্য বিস্তারের ফলে সৃষ্ট নতুন সুযোগ কাজে লাগানোর মতো উদ্দীপনা বাংলার মানুষের মধ্যে ছিল না কেন? |                        |                |          |  |  |  |
| ক. দরিদ্রতার কারণে   |   |                        |                |          |  |  |  |
| খ. উদাসীনতার জন্য  |   |                        |                |          |  |  |  |
| গ. যথেষ্ট কারিগরি জ্ঞানের  |   |                        |                |          |  |  |  |
| ঘ. বাংলার শাসকদের অভ   | ্যন্তরীণ কোন্দলের কারণে   |                        |                | উত্তর: ক |  |  |  |
| ৯৪. ইংরেজদের উত্তরোত্তর  | । শক্তি বৃদ্ধির কারণ কী ছিল   | ?                      |                |          |  |  |  |
| ক. জনশক্তি   |   | খ. সামরিক শক্তি        |                |          |  |  |  |
| গ. কৃষিভিত্তিক উৎপাদন শ  | ক্তি  | ঘ. রাজনৈতিক শক্তি      |                | উত্তর: খ |  |  |  |
| ৯৫. সিরাজউদ্দৌলার বিরে   | াধী শক্তি ছিল—  |                        |                |          |  |  |  |
| i. মীর জাফর আলী খান  |   |                        |                |          |  |  |  |
| ii. মারওয়াড়ি ব্যবসায়ীরা   |   |                        |                |          |  |  |  |
| iii. ফরাসি সৈন্যবাহিনী   |   |                        |                |          |  |  |  |
| নিচের কোনটি সঠিক?  |   |                        |                |          |  |  |  |
| ক. i ও ii  | খ. i ও iii  | গ. ii ও iii            | ঘ. i, ii ও iii | উত্তর: খ |  |  |  |
| ৯৬. সিরাজউদ্দৌলার সিংহ   | হাসনে <mark>বসার পর তার সামনে</mark>  | যে কাজটি কঠিন ছিল তা হ | লো-            |          |  |  |  |
| i. ইংরেজদের সামলানো  |   |                        |                |          |  |  |  |
| ii. রাজ্য পরিধি বৃদ্ধি   |   |                        |                |          |  |  |  |
| iii. ষড়যন্ত্র মোকাবিলা  |   |                        |                |          |  |  |  |
| নিচের কোনটি সঠিক?  |   |                        |                |          |  |  |  |
| ক. i ও ii  | খ. i ও iii  | গ. ii ও iii            | ঘ. i, ii ও iii | উত্তর: খ |  |  |  |
| ৯৭. বহিরাগত শাসকদের দীর্ঘ শাসনকালে বাংলার সাধারণ মানুষ শিকার হয়েছে— |   |                        |                |          |  |  |  |
| i. চরম অর্থনৈতিক শোষণে   | র   |                        |                |          |  |  |  |
| ii. নির্যাতনের   |   |                        |                |          |  |  |  |
| iii. চরম দারিদ্রোর   |   |                        |                |          |  |  |  |
| নিচের কোনটি সঠিক?  |   |                        |                |          |  |  |  |
| ক. i ও ii  | খ. i ও iii  | গ. ii ও iii            | ঘ. i, ii ও iii | উত্তর: ঘ |  |  |  |
|  |   |                        |                |          |  |  |  |



৯৮. বাংলার ঔপনিবেশিক শাসনের কারণ হলো- [গভ. মডেল গার্লস হাই স্কুল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া; চট্টগ্রাম সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়; উদয়ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বরিশাল] i. শাসকের প্রতি জনগণের উদাসীনতা ii. শাসকদের অভ্যন্তরীণ কোন্দল iii. প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক ও সামাজিক শক্তির অভাব নিচের কোনটি সঠিক? ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii উত্তর: ঘ ৯৯. সিরাজের বিরুদ্ধে তৃতীয় আরেকটি পক্ষ কাজ করেছে। সেই তৃতীয় পক্ষের স্বার্থ ছিল i. ব্যবসায়িক ii. আর্থিক iii. রাজনৈতিক নিচের কোনটি সঠিক? ক. i ও ii খ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii উত্তর: ক গ. ii ও iii ১০০. আমাদের পার্শ্ববর্তী একটি রাষ্ট্রে বহুজাতিক ব্যবসায়ীরা তাদের স্বার্থের কারণে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে সরকারের পতন ঘটায়। নবাব সিরাজউদ্দৌলার সময়ের অনুরূপ ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে বলা যায়i. নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী তৃতীয় পক্ষ ii. শুধুমাত্র বাংলা অঞ্চলেই এদের প্রভাব ছিল iii. রাজপুতনা থেকে আগত ছিল নিচের কোনটি সঠিক? ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii উত্তর: ক ১০১. ইংরেজরা বাংলার স্বাধীনতা হরণ করলে দেশবাসীর এ বিষয়ে তেমন আগ্রহ ছিল না এতে সমাজের যে চিত্রটি ফুটে উঠেছেi. সমাজে শিক্ষার অভাব ছিল ii. সমাজবাসী অসেচতন ছিল iii. সমাজে অর্থনৈতিক দৈন্যদশা ছিল নিচের কোনটি সঠিক? ক. i ও ii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii উত্তর: ঘ খ. i ও iii ১০২. দি ব্রিটিশ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি কত সালে স্থাপিত হয়? ক. ১৫৩৪ খ. ১৬০০ গ. ১৬২০ উত্তর: ক ঘ. ১৭০০ ১০৩. চন্দন নগরে বাণিজ্যকুঠি কারা স্থাপন করে? খ. ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ক. ফ্রেঞ্চ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি গ. ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ঘ. দিনেমার ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি উত্তর: ক



উত্তর: ঘ

ঘ. ১৬৬৪

১০৪. ডাচ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি কত সালে বাংলায় প্রবেশ করে? উত্তর: খ ক. ১৬২০ খ. ১৬৩০ গ. ১৬৪০ ঘ. ১৬৫০ ১০৫. ফ্রেঞ্চ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলায় প্রবেশ করে কত সালে? ক. ১৬৩২ খ. ১৬৫০ উত্তর: ঘ গ. ১৬৬০ ঘ. ১৬৬৪ ১০৬. কত সালে আলিবর্দী খাঁ মৃত্যুবরণ করেন? [ঝিনাইদহসরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, ঝিনাইদহ] ক. ১৭২০ খ. ১৭৩০ গ. ১৭৫৬ ঘ. ১৭৭০ উত্তর: গ ১০৭. কত সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ভারত শাসন আইন পাস হয়? [জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড হাই স্কুল, সিলেট] গ. ১৮৭৪ উত্তর: খ ক. ১৮২০ খ. ১৮৫৮ ঘ. ১৯৩৭ ১০৮. ডাচ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলা ছেড়ে চলে যায় কেন? ক. বাংলায় তাদের ব্যবসায়ের সুযোগ না দেয়ায় খ. ইংরেজ কোম্পানির সঙ্গে টিকতে না পারায় গ. ফরাসি কোম্পানির সাথে দ্বন্দ্ব হওয়ায় ঘ. দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়ায় উত্তর: ক ১০৯. সিপাহি বিদ্রোহে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন কে? ক. হাবিলদার রজব আলী খ. রাজা রামমোহন রায় গ. আলিবর্দী খাঁ ঘ. নবাব সিরাজউদ্দৌলা উত্তর: ক ১১০. নারায়ণের মাসি একজন বিধবা মহিলা। তার মাসির মতো বিধবারা কবে থেকে সমাজে বেঁচে থাকার অধিকার লাভ করে? খ. ব্রিটিশ আমল ক. সেন আমল গ. মোঘল আমল ঘ. সুলতানি আমল উত্তর: খ ১১১. বাণিজ্য বিস্তারের যুগে ইউরোপের প্রভাবশালী নৌ-শক্তির অধিকারী দেশগুলো বহির্বিশ্বে বেরিয়ে পড়ে কেন? ক. শিক্ষা অর্জনের জন্য খ. সম্পদের সন্ধানে ঘ. ধর্মীয় স্থান দর্শনের জন্য গ. ভ্রমণের জন্য উত্তর: খ ১১২. ইউরোপের প্রভাবশালী নৌ-শক্তির অধিকারী দেশগুলোর লক্ষ্য ছিল কোন দেশ? ক. মিশর খ. আমেরিকা গ. ভারতবর্ষ ঘ. অস্টেলিয়া উত্তর: গ ১১৩. ১৬৫৮ সালে ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানি কোথায় বাণিজ্য কুঠিস্থাপন করে? ক. হুগলিতে খ. কাসিমবাজারে ঘ. পাটনায় গ. কলকাতায় উত্তর: খ ১১৪. ডাচ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি ইংরেজ কোম্পানির সাথে টিকতে না পেরে কোন দিক চলে যায়? [রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুল] ক. মালয়েশিয়ার দিকে খ. মিশরের দিকে গ. ইরাকের দিকে ঘ. আমেরিকার দিকে উত্তর: ক ১১৫. ফ্রেঞ্চ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কত সালে বাংলায় প্রতিষ্ঠিত হয়?

গ. ১৬২৮

ক. ১৬০৮

খ. ১৬১০



১১৬. চন্দননগর ও চুঁচুড়ায় শক্ত ঘাঁটি গড়ে তুলেছিল কারা? [বরিশাল জিলা স্কুল] খ. পর্তুগিজরা ক. ফরাসিরা গ. ইংরেজরা ঘ. ওলন্দাজরা উত্তর: ক ১১৭. পলাশীর যুদ্ধ কত সালে সংঘটিত হয়েছিল? খ. ১৭৫৭ উত্তর: খ ক. ১৬৫৭ গ. ১৮৫৭ ঘ. ১৯৫৭ ১১৮. বাংলার নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ের পশ্চাতে কোনটি কার্যকর ভূমিকা রেখেছিল? ক. মীর কাসিমের মৃত্যু খ. মীর জাফরের মৃত্যু গ. মীর কাসিমের বিশ্বাসঘাতকতা উত্তর: ঘ ঘ. প্রাসাদ ষড়যন্ত ১১৯. নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয়ের পর কে বাংলার নবাব হন? ক. রবার্ট ক্লাইভ খ. মীর কাসিম গ. মীর জাফর ঘ. মীর নিসার উত্তর: গ ১২০. লর্ড ক্লাইভ কে ছিলেন? ক. ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী খ. ইংরেজ সেনাপতি গ. ভারতীয় রাষ্ট্রপতি ঘ. মার্কিন সেনাপতি উত্তর: খ ১২১. রবার্ট ক্লাইভ কত সালে বাংলা,বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভ করেন? ক. ১৭৫৬ খ. ১৭৫৭ গ. ১৭৫৮ ঘ. ১৭৬৫ উত্তর: ঘ ১২২. রবার্ট ক্লাইভ বাংলায় কিছুকাল কোন শাসন চালিয়ে ছিলেন? [বরগুনা জিলা স্কুল] ক. সামরিক শাসন খ. দ্বৈত শাসন উত্তর: খ গ. সামন্ত শাসন ঘ. একনায়ক শাসন ১২৩. ছিয়াত্তরের মন্বন্তর বাংলা কত সালে হয়েছিল? খ. ১২৭৬ উত্তর: ক গ. ১৩৭৬ ঘ. ১৪৭৬ ১২৪. কত সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু করা হয়? [নড়াইল সরকারি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়] খ. ১৭৭৬ গ. ১৭৭৩ উত্তর: ঘ ঘ. ১৭৯৩ ১২৫. ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছে পরাজিত হয়i. জার্মান ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি ii. ফ্রেঞ্চ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি iii. ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি নিচের কোনটি সঠিক? ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii উত্তর: ঘ ১২৬. ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের কারণ হলোi. জনগণের ওপর অতিরিক্ত করের বোঝা ii. ফসলে পোকার আক্রমণ iii. তিন বছরের অনাবৃষ্টি নিচের কোনটি সঠিক? ক. i ও ii খ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii উত্তর: খ গ. ii ও iii



১২৭. সিপাহীদের বিদ্রোহে সমর্থন জানিয়েছিলেন-

- i. ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাই
- ii. মহারাষ্ট্রের তাঁতিয়া টোপি
- iii. দিল্লির বাদশাহ বাহাদুর শাহ জাফর

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii

খ. i ও iii

গ. ii ও iii

ঘ. i. ii ও iii

উত্তর: ঘ

১২৮. সিপাহি বিদ্রোহে সিপাহিরা যেসব কারণে পরাজিত হয়েছিল?

- i. ইংরেজদের চতুরতা
- ii. প্রাসাদ ষড়যন্ত্র
- iii. ইংরেজদের উন্নত অস্ত্র

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii

খ. i ও iii

গ. ii ও iii

ঘ. i. ii ও iii

উত্তর: খ

### নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১২৯ ও ১৩০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

নাহিয়ান এবার পিএসসি পরীক্ষা দিয়েছে। তার মায়ের ইচ্ছা তাকে একটি নামকরা স্কুলে ভর্তি করাবে। নাহিয়ানের মা নাহিয়ানের বাবাকে এ ব্যাপারে বললেন। নাহিয়ানের বাবা বললেন, দেখ সংসারের আয় রোজগারের দিকটা আমি সামলাই তাই তুমি বাচ্চাদের পড়াশোনার দিকটা দেখবে। এ ব্যাপারে মা হিসেবে তোমার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

১২৯. নাহিয়ানদের বাসায় যে বিষয়টি পরিলক্ষিত হয়েছে তাকে কী বলা যাবে?

ক. পিতৃশাসন

খ. মাতৃশাসন

গ. দ্বৈতশাসন

ঘ. গণতন্ত্র

উত্তর: গ

১৩০. বাংলায় এ শাসনের ফলে-

- i. দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়
- ii. পুঁজি পাচার হয়
- iii. নবাব শক্তিশালী হন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii

খ. i ও iii

গ. ii ও iii

ঘ. i, ii ও iii

উত্তর: ক

### নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৩১ ও ১৩২ নং প্রশ্নের উত্তর দাওঃ

ইতিহাস প্রবন্ধ থেকে হামিম জানতে পারে ইংরেজ শাসনের প্রথম পর্ব ছিল ইংরেজ বণিকদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট। ১৭৬৫-১৭৭২ সাল পর্যন্ত একটি নীতিতে দেশ পরিচালিত হয়। শাসন দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য সবক্ষেত্রে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। ১৩১. অনুচ্ছেদে উল্লিখিত ১৭৬৫-১৭৭২ সাল পর্যন্ত দেশ পরিচালনা করেন কারা?

ক. চীনা কোম্পানি

খ. ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি

গ. ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি

ঘ. ভারতীয় কোম্পানি

উত্তর: গ



উত্তর: গ

ঘ. i, ii ও iii

১৩২. এ শাসন ব্যবস্থার গৃহীত পদক্ষেপ ছিল- [সরকারি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়]

খ. i ও iii

- i. পরিকল্পিত পরিবার গঠন
- ii. ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা
- iii. চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii

১৩৩. ভারত সচিব ভারত শাসনের ব্যবস্থা করেন কত সদস্যবিশিষ্ট কাউন্সিলের মাধ্যমে? ক. ১২ খ. ১৫ উত্তর: খ গ. ২০ ঘ. ২৫ ১৩৪. ভারত শাসন আইন অনুসারে গভর্নর জেনারেলকে কী নামে অভিহিত করা হয়? ক. প্রেসিডেন্ট খ. ভাইসরয় গ. জেনারেল ঘ. সেক্রেটারি উত্তর: খ ১৩৫. কে ভারতবর্ষে প্রথম ভাইসরয় নিযুক্ত হন? ক. লর্ড ক্যানিং খ. লর্ড কর্নওয়ালিস গ. লর্ড ডালহৌসি ঘ. লর্ড বেন্টিঙ্ক উত্তর: ক ১৩৬. বঙ্গীয় আইনসভা প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেয়া হয় কত সালে? উত্তর: ক ক. ১৮৬১ খ. ১৮৭১ গ. ১৮৭৫ ঘ.১৮৯১ ১৩৭. বঙ্গীয় আইনসভার কার্যক্রম শুরু হয় কত সালে? ক. ১৮৬২ খ. ১৮৭২ উত্তর: ক গ. ১৮৭৫ ঘ. ১৮৮২ ১৩৮. বঙ্গীয় আইনসভা প্রতিষ্ঠাকালে এর সদস্য সংখ্যা ছিল কতজন? ক. ১১ উত্তর: গ খ. ১২ গ. ১৫ ঘ. ২৫ ১৩৯. কত সালে ব্রিটিশরা বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করার পরিকল্পনা করে? গ. ১৮৫১ উত্তর: ঘ ক. ১৮৪৩ খ. ১৮৫০ ঘ. ১৮৫৩

গ. ii ও iii

১৪০. বাংলা প্রদেশকে বিখণ্ডিত করার লক্ষ্যে সীমানা নির্ধারণ করা হয় কত সালে?

ক. ১৯০১ খ. ১৯০৩ গ. ১৯০৫ ঘ. ১৯০৯ উত্তর: খ

১৪১. ভারত শাসন আইন ব্রিটিশ ভারতে একটি পরিবর্তন এনেছিল। সেই পরিবর্তনটি কী?

ক. ইংরেজি ভাষার বিকাশ খ. কোম্পানি শাসনের অবসান

গ. ভারতের স্বাধীনতা ঘ. ভারতের স্বাধীনতা উত্তর: খ

১৪২. কোন কারণে ১৯০৩ সালে ব্রিটিশরা সীমানা নির্ধারণ করে? [রংপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]

ক. ভারতকে দ্বিখন্ডিত করার জন্য খ. বাংলাকে দ্বিখন্ডিত করার জন্য

গ. বার্মাকে আলাদা করার জন্য ঘ. প্রশাসনিক সুবিধার জন্য উত্তর: খ

১৪৩. ব্রিটিশ শাসনামলে মুষ্টিমেয় জমিদার শ্রেণিকে কী বলা হতো?

ক. বুদ্ধিজীবী শ্রেণি খ. সুবিধাপ্রাপ্ত শ্রেণি গ. বণিক শ্রেণি ঘ. সুবিধাবঞ্চিত শ্রেণি উত্তর: খ



১৪৪. ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের অবসান ঘটে কেন? ক. ভারত শাসন আইন জারির ফলে খ. সার্বভৌম আইন জারি করার কারণে গ. ভারত স্বাধীনতা আইন জারির ফলে ঘ. ব্রিটিশ শাসন আইন জারি করার কারণে উত্তর: ক ১৪৫. ১৮৯২ সালে বঙ্গীয় আইনসভার সদস্য বাড়িয়ে কতজন করা হয়? খ. ১৮ উত্তর: ঘ ক. ১২ গ. ২০ ঘ. ২১ ১৪৬. কত সালে বঙ্গবঙ্গ কার্যকর হয়েছিল? উত্তর: খ ক. ১৯০৩ খ. ১৯০৫ গ. ১৯০৬ ঘ. ১৯১১ ১৪৭. পূর্ববঙ্গ বাংলাদেশের একটি পরিচয়। এই পরিচয়ের সাথে কোনটি সম্পৃক্ত? [গভঃ মডেল গার্লস হাই স্কুল, ব্রাহ্মণবাড়িয়া; বিএএফ শাহীন স্কুল এন্ড কলেজ, যশোর] ক. ভারত শাসন আইন খ. বঙ্গভঙ্গ ঘ. সাইমন কমিশন উত্তর: খ গ. বঙ্গভঙ্গ রদ ১৪৮. ব্রিটিশ শাসনকালে কারা বাংলার সমাজে বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ছিল? ক. শ্রমিক খ. জমিদার ঘ. সৈনিক উত্তর: খ গ. কৃষক ১৪৯. ব্রিটিশ শাসনকালে কারা বাংলার সমাজে বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ছিল? ক. শ্রমিক খ. জমিদার গ. কৃষক ঘ. সৈনিক উত্তর: গ ১৫০. ব্রিটিশ শাসনামলে সামাজিক অনুশাসনের দাপটে কারা ব্যাপকভাবে পিছিয়ে পড়ে? খ. শিল্পী সমাজ গ. নারী সমাজ ক. কৃষক সমাজ ঘ. কারিগর সমাজ উত্তর: গ ১৫১. নাবিল ইতিহাস বই পড়ে জানতে পারে, ব্রিটিশ শাসনকালে এক শ্রেণির লোক বিশেষ সুবিধা পেত। তবে তারা সংখ্যায় অনেক কম ছিল। নাবিল কোন শ্রেণির লোকের কথা জানতে পারে? ক. জমিদার খ. কৃষক গ. শিক্ষক ঘ. আইনজীবী উত্তর: ক ১৫২. বঙ্গীয় আইনসভা সম্পর্কিত তথ্য হলোi. ১৮৬২ সালে কার্যক্রম শুরু হয় ii. ১৮৯২ সালে সদস্য ছিল ২৩ জন iii. গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে ওঠে নিচের কোনটি সঠিক? ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii উত্তর: খ ১৫৩. বহিরাগত শাসকদের দীর্ঘ শাসনকালে বাংলার সাধারণ মানুষ শিকার হয়েছে i. কৃষি ব্যবস্থার অবনতি ii. অর্থনীতিতে দুর্বলতা সৃষ্টি iii. তাঁত শিল্পের অবনতি নিচের কোনটি সঠিক?

গ. ii ও iii

ঘ. i, ii ও iii

উত্তর: ঘ

খ. i ও iii

ক. i ও ii



১৫৪. ব্রিটিশ শাসনকালে বাংলার সমাজজীবনে-

- i. কৃষক শ্রেণি সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল
- ii. মধ্যবিত্ত সমাজ শক্তিশালী ছিল
- iii. জমিদার ছিল সুবিধাপ্রাপ্ত শ্রেণি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii উত্তর: খ

### নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৫৫ ও ১৫৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাওঃ

আনোয়ার স্যার ক্লাসে বলেন, বর্তমানে জনগণের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত বাংলাদেশে ৩৫০ সদস্যবিশিষ্ট যে প্রতিষ্ঠানটি দেখ তার ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল ১৮৬২ সালে। দীর্ঘ বিবর্তনের পথ পাড়ি দিয়ে এটি বর্তমান অবস্থায় পৌঁছেছে।

১৫৫. অনুচ্ছেদে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানটি নিচের কোনটির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ?

ক. বঙ্গীয় আইনসভা খ. সিনেট গ. গণপরিষদ ঘ. পার্লামেন্ট উত্তর: ক

১৫৬. উক্ত প্রতিষ্ঠানটির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তথ্যসমূহ হলো-

- i. ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সিদ্ধান্তে স্থাপিত
- ii. স্বৈরতন্ত্রের উৎপত্তিস্থল
- iii. গণতন্ত্রের ভিত্তি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii উত্তর: খ

১৫৭. ১৭৯১ সালে কোনটি প্রতিষ্ঠা করা হয়?

ক. কলকাতা মাদ্রাসা খ. কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

গ. সংস্কৃত কলেজ ঘ. শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন উত্তর: গ

১৫৮. কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় কত সালে?

ক. ১৭৫২ খ. ১৮৪২ গ. ১৮৫৭ ঘ. ১৮৬৫ উত্তর: গ

১৫৯. বাংলার মানুষের মনকে জাগিয়ে তোলার জন্য ইংরেজরা কোনটি স্থাপন করে?

ক. অট্টালিকা খ. রাজপ্রাসাদ গ. মুদ্রণযন্ত্র ঘ. বাণিজ্যকুঠি উত্তর: গ

১৬০. ওয়ারেন হেস্টিংস কলকাতা মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন কেন?

ক. হিন্দুদের সন্তুষ্ট করার জন্য খ. মুসলমানদের সন্তুষ্ট করার জন্য

গ. হিন্দুদের সঙ্গে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করার জন্য ঘ. সাম্প্রদায়িক মনোভাব সৃষ্টি করার জন্য উত্তর: খ

১৬১. রাজা রামমোহন রায় ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন। এর যথার্থ কারণ হিসেবে কোনটি ভূমিকা রেখেছে?

ক. ব্যাকরণ বই লেখা খ. মূর্তিপূজার বিরোধিতা করা

গ. সংস্কার কার্যাবলি ঘ. ব্যক্তিত্ব ও সততা উত্তর: গ

১৬২. ইংরেজরা দেশীয়দের মধ্য থেকে ইংরেজি শিক্ষিত শ্রেণি তৈরিতে মনোযোগ দেয় কেন?

ক. দেশের উন্নতির জন্য খ. শিক্ষা বিস্তারের জন্য

গ. মানুষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য ঘ. শাসন পাকাপোক্ত করার জন্য উত্তর: গ



| ১৬৩. ১৮৫৭ সালে উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণার জন্য কলকাতায় কোনটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল?                |                                     |                          |                    |          |  |
|---|-------------------------------------|--------------------------|--------------------|----------|--|
| ক. সংস্কৃত কলেজ   |                                     | খ. আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় |                    |          |  |
| গ. কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়  |                                     | ঘ. কলকাতা মাদরাসা        |                    | উত্তর: গ |  |
| ১৬৪. ১৮২১ সালে কোথায়   | মুদ্রণযন্ত্র স্থাপন করা হয়?        |                          |                    |          |  |
| ক. চণ্ডিনগর   | খ. পশ্চিমবঙ্গে                      | গ. কলকাতায়              | ঘ. শ্রীরামপুরে     | উত্তর: ঘ |  |
| ১৬৫. কোন ধর্মাবলম্বীদের ত   | জন্য ১৭৯১ সালে সংস্কৃত কৰে          | লজ প্রতিষ্ঠা করা হয়?    |                    |          |  |
| ক. হিন্দু   | খ. মুসলমান                          | গ. বৌদ্ধ                 | ঘ. খ্রিষ্ঠান       | উত্তর: খ |  |
| ১৬৬. কোন সমাজ থেকে স  | াতীদাহের মতো প্রথার বিরুদ্          | দ্ধ রীতিমতো আন্দোলন শুরু | হয়?               |          |  |
| ক. হিন্দু   | খ. মুসলমান                          | গ. বৌদ্ধ                 | ঘ. খ্রিষ্ঠান       | উত্তর: ক |  |
| ১৬৭. কলকাতা মাদ্রাসা প্র  | তিষ্ঠার উদ্দেশ্য ছিল-               |                          |                    |          |  |
| i. ফারসি চর্চা বাড়   | গনো                                 |                          |                    |          |  |
| ii. মুসলমানদের খ  | থুশি করা                            |                          |                    |          |  |
| iii. অনুগতশ্রেণি ৌ  | তরি করা                             |                          |                    |          |  |
| নিচের কোনটি সঠিক?   |                                     |                          |                    |          |  |
| ক. i ও ii   | খ. i હ iii                          | গ. ii ও iii              | ঘ. i, ii ও iii     | উত্তর:গ  |  |
| ১৬৮. ১৭৯১ সালে প্রতিষ্ঠিত   | চ সংস্কৃতকলেজ ভূমিকা রাখে           | <b>ধ</b> -               |                    |          |  |
| i. সতীদাহ বিলুপ্তব  | করণে                                |                          |                    |          |  |
| ii. বিধবা বিবাহ চ   | ালুতে                               |                          |                    |          |  |
| iii. কলকাতা বিশ্ব   | বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায়               |                          |                    |          |  |
| নিচের কোনটি সঠিক?   |                                     |                          |                    |          |  |
| ক. i ও ii   | খ. i ও iii                          | গ. ii ও iii              | ঘ. i, ii ও iii     | উত্তর: ঘ |  |
| ১৬৯. কলকাতা বিশ্ববিদ্যাল  | য় প্রতিষ্ঠা, মুদ্রণযন্ত্র স্থাপন ব | াংলার অগ্রগতিতে যে ভূমিক | া পালন করে তা হলো— |          |  |
| i. উপনিবেশকদের  | ব ভিত্তি মজবুতকরণ                   |                          |                    |          |  |
| ii. জাতীয়তাবাদ   | সৃষ্টি                              |                          |                    |          |  |
| iii. গণতান্ত্ৰিক ৰ্আ  | ধিকার বোধের উন্মেষ                  |                          |                    |          |  |
| নিচের কোনটি সঠিক?   |                                     |                          |                    |          |  |
| ক. i ও ii   | খ. i હ iii                          | গ. ii ও iii              | ঘ. i, ii ও iii     | উত্তর: গ |  |
| ১৭০. আজাদ সাহেব একজন সমাজ সচেতন ব্যক্তি। তিনি নাগরিক অধিকার, সচেতনতা, পরিবেশ দূষণ রোধ, হত্যা, |                                     |                          |                    |          |  |
| ছিনতাই ইত্যাদি সম্পর্কিত আন্দোলনে জড়িত। তার কর্মের সাথে মিল আছে                              |                                     |                          |                    |          |  |
| i. কাজী নজরুল   | ইসলামের                             |                          |                    |          |  |
| ii. ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের  |                                     |                          |                    |          |  |
| iii. রাজা রামমোহ  | ন রায়ের                            |                          |                    |          |  |
| নিচের কোনটি সঠিক?   |                                     |                          |                    |          |  |
| ক. i ও ii   | খ. i ও iii                          | গ. ii ও iii              | ঘ. i, ii ও iii     | উত্তর: গ |  |



### নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৭১ ও ১৭২নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

রিজওয়ান পাঠ্যবই থেকে জানতে পারে, বহিরাগত একটি শক্তি বাংলায় তাদের শাসন পাকাপোক্ত করার লক্ষ্যে দেশীয়দের মধ্য থেকে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত একটি অনুগত শ্রেণি তৈরিতে মনোযোগ দেয়। এ উদ্দেশ্যে তারা কলকাতা মাদরাসা ও সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা করে।

১৭১. অনুচ্ছেদে কোন বহিরাগত শক্তির ইঙ্গিত রয়েছে?

ক. ফরাসি

খ. পর্তুগিজ

গ. ওলন্দাজ

ঘ. ইংরেজ

উত্তর: ঘ

১৭২. উক্ত বহিরাগত শক্তি—

i. বাংলা থেকে ধনসম্পদ নিজ দেশে নিয়ে যায়

ii. বাংলার জনগণকে শোষণ করে

iii. ১৯৭১ সাল পর্যন্ত বাংলা শাসন করে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii

খ. i ও iii

গ. ii ও iii

ঘ. i, ii ও iii

উত্তর: ক

১৭৩. কলকাতা কেন্দ্রিক ইংরেজ শাসকদের পক্ষে দূরবর্তী অঞ্চলে সুশাসন প্রতিষ্ঠা কঠিন ছিল কেন?

ক. বাংলার সীমানা অনেক বড় ছিল বলে

খ. কলকাতাকেন্দ্রিক উন্নয়নের মনোভাব থাকার ফলে

গ. লর্ড কার্জনের অসহযোগিতার কারণে

ঘ. শাসন কাজে অদক্ষতার ফলে

উত্তর: ক

১৭৪. ইংরেজ ভাইসরয় লর্ড কার্জন ১৯০৩ সালে সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাংলাকে কয়ভাগে ভাগ করার প্রস্তাব রাখেন?

ক. দুই

খ. তিন

গ. চার

ঘ. পাঁচ

উত্তর: ক

১৭৫. লর্ড কার্জন ১৯০৩ সালে কোন শহরকে রাজধানী করে নতুন প্রদেশ করার প্রস্তাব রাখেন?

ক. খুলনা

খ. ঢাকা

গ. রাজশাহী

ঘ. চট্টগ্রাম

উত্তর: খ

১৭৬. কারা বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করেন?

ক. শিক্ষিত মুসলিম নেতারা

খ. আইনজীবী পরিষদ

গ. শিক্ষিত হিন্দু নেতারা

ঘ. কতিপয় রাজনৈতিক দলের নেতারা

উত্তর: গ

১৭৭. বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে দূরত্ব বাড়তে থাকে কেন?

ক. শিক্ষিত হিন্দু নেতারা বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করার কারণে

খ. কতিপয় মুসলিম নেতারা বঙ্গভঙ্গের বিরোধিতা করেন বলে

গ. হিন্দু নেতাদের সাম্প্রদায়িক আচরণ করার কারণে

ঘ. মুসলমানদের হিন্দু বিদ্বেষী মনোভাবের কারণে

উত্তর: ক

১৭৮. ১৯০৬ সালের পূর্বে কোনটি ভারতীয়দের একমাত্র রাজনৈতিক সংগঠন ছিল?

ক. মুসলিম লীগ

খ. জামায়াতে ইসলামী

গ. নেজামে পার্টি

ঘ. ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস

উত্তর: ঘ

১৭৯. ব্রিটিশ শাসনামলে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বড়নেতাদের অধিকাংশ কোন সম্প্রদায়ের ছিলেন?

ক. মুসলিম

খ. হিন্দু

গ. বৌদ্ধ

ঘ. খ্রিষ্টান

উত্তর: খ



১৮০. তারিন তার দাদুর কাছ থেকে জানতে পারে মুসলমানরা তাদের দাবি আদায়ের জন্য ১৯০৬ সালে একটি রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তোলে। তারিন তার দাদুর কাছ থেকে কোন রাজনৈতিক সংগঠন সম্পর্কে জানতে পারে?

ক. মুসলিম লীগ

খ. আওয়ামী লীগ

গ. জামায়াতে ইসলামী

ঘ. ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস

উত্তর: ক

১৮১. নিচের কোনটি কার্যকর হওয়ার পর হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের দ্বন্দ্ব স্পষ্ট হয়ে ওঠে?

ক. বঙ্গভঙ্গ

খ. রাওলাট আইন

গ. ভারত শাসন আইন

ঘ. লাহোর প্রস্তাব

উত্তর: ক

১৮২. ব্রিটিশ শাসনামলে কোনটি কার্যকর করা থেকে শাসকদের বিরত করার জন্য বাঙালি হিন্দু নেতারা একের পর এক চাপ প্রয়োগ করতে থাকেন?

ক. লাহোর প্রস্তাব

খ. রাওলাট আইন

গ. বঙ্গভঙ্গ

ঘ. ভারত শাসন আইন

উত্তর: গ

১৮৩. কারা 'ভাগ কর-শাসন কর নীতি' প্রয়োগ করে?

ক. ইংরেজরা

খ. ফরাসিরা

গ. পর্তুগিজরা

ঘ. ওলন্দাজরা

উত্তর: ক

১৮৪. নিচের কোনটি কার্যকর হওয়ার পর হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের দ্বন্দ্ব স্পষ্ট হয়ে ওঠে?

ক. হিন্দু-মুসলিম দ্বন্দ্ব দূর করার জন্য

খ. পুনরায় বাঙালি নেতাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির জন্য

গ. হিন্দু-মুসলিম সাম্প্রদায়িক মনোভাব তৈরির জন্য

ঘ. অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি গঠন করার জন্য

উত্তর: খ

১৮৫. কোন রাজনৈতিক দল ১৯৪০ সালে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত বিভক্তির ফর্মূলা প্রদান করে?

ক. মুসলিম লীগ

খ. কংগ্ৰেস

গ. ন্যাপ

ঘ. গণতন্ত্ৰী পাৰ্টি

উত্তর: ক

১৮৬. ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির ক্ষেত্রে কোন ধারণা কার্যকর করা হয়?

ক. হিন্দু স্বাধীনতা আইন

খ. লাহোর প্রস্তাব

গ. রাওলাট আইন

ঘ. ভারত শাসন আইন

উত্তর: খ

১৮৭. পূর্ব বাংলা পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চল হিসেবে কাদের অধীনতা থেকে মুক্তি পায়?

ক. ফরাসি

খ. পর্তুগিজ

গ. ভারতীয়

ঘ. ব্রিটিশ

উত্তর: ঘ

১৮৮. পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী পূর্ব বাংলার জনগণের ওপর কী চাপিয়ে দিয়েছিল?

ক. পরাধীনতা

খ. স্বাধীনতা

গ. সার্বভৌমত্ব

ঘ. স্বায়ত্তশাসন

উত্তর: ক

১৮৯. ব্রিটিশরা এদেশ থেকে চলে যাওয়ার পর ভারত, পাকিস্তান বিভক্ত হয়ে পড়ে। এই বিভক্তির সাথে কোনটি জড়িত?

ক. লাহোর প্রস্তাব

খ. পলাশীর যুদ্ধ

গ. ভারত শাসন আইন

ঘ. সিপাহী বিদ্রোহ

উত্তর: ঘ



| ১৯০. ব্রিটিশ শাসনামলে ব              | বাংলার সীমানার অন্তর্ভুক্ত ছি      | ল-                               |                            |          |
|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|----------|
| i. পশ্চিম বাংলা                      |                                    |                                  |                            |          |
| ii. পূর্ব বাংলা                      |                                    |                                  |                            |          |
| iii. উড়িষ্যা                        |                                    |                                  |                            |          |
| নিচের কোনটি সঠিক?                    |                                    |                                  |                            |          |
| ক. i ও ii                            | খ. i ও iii                         | গ. ii ও iii                      | ঘ. i, ii ও iii             | উত্তর: ঘ |
|                                      |                                    |                                  |                            |          |
|                                      | ার্জনের প্রস্তাব অনুযায়ী নতুন<br> | 'প্রদেশের-                       |                            |          |
| i. নাম হবে 'পূর্ব<br>                |                                    |                                  |                            |          |
|                                      | স্টেন্যান্ট গভর্নর প্রদেশ শাসন     |                                  |                            |          |
|                                      | সৈরয় ও দুইজন মন্ত্রী প্রদেশ শ     | াসন করবেন                        |                            |          |
| নিচের কোনটি সঠিক?                    |                                    |                                  |                            |          |
| ক. i ও ii                            | খ. i ও iii                         | গ. ii ও iii                      | ঘ. i, ii ও iii             | উত্তর: ক |
| <del></del>                          | রা থেকে শাসকদের বিরত ক             | ata ionii wa aat ay              |                            |          |
|                                      |                                    | તાત હાતા ઉજ વગ્તા રત-            |                            |          |
| i. সশস্ত্র আন্দোব<br>ii. বয়কট আন্দে |                                    |                                  |                            |          |
|                                      |                                    |                                  |                            |          |
| iii. স্বদেশী আনে                     | ମା <b>ल</b> ନ                      |                                  |                            |          |
| নিচের কোনটি সঠিক?                    |                                    | a a                              |                            | <u> </u> |
| ক. i ও ii                            | খ. i ও iii                         | গ. ii ও iii                      | ঘ. i, ii ও iii             | উত্তর: ঘ |
| ১৯৩. ব্রিটিশরা এদেশে শ               | াসনকাল দীর্ঘায়িত করার জন          | ্য 'ভাগ কর ও শাসন কর' ন <u>ি</u> | ীতি অবলম্বনকরে। এই তত্ত্বে | র আড়ালে |
| তাদের কাজ ছিল-                       |                                    |                                  |                            |          |
| i. হিন্দু মুসলিম া                   | বিভাজন                             |                                  |                            |          |
| ii. মুসলিম ব্রিটি                    | শ বিভাজন                           |                                  |                            |          |
| iii. প্রশাসনিক বি                    |                                    |                                  |                            |          |
| নিচের কোনটি সঠিক?                    |                                    |                                  |                            |          |
| ক. i ও ii                            | খ. i ও iii                         | গ. ii ও iii                      | ঘ. i, ii ও iii             | উত্তর: খ |
|                                      |                                    |                                  |                            |          |
| ১৯৪. বাংলার দ্বৈত শাসনে              | নর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ঠ্য হলো       | -                                |                            |          |
| i. ইংরেজদের শ্ব                      | ন্মতা হ্রাস                        |                                  |                            |          |
| ii. ইংরেজদের গ                       | <del>চ্</del> মতা বৃদ্ধি           |                                  |                            |          |
| iii. নবাবের ক্ষমতা হ্রাস             |                                    |                                  |                            |          |
| নিচের কোনটি সঠিক?                    |                                    |                                  |                            |          |
| ক. i ও ii                            | খ. i ও iii                         | গ. ii ও iii                      | ঘ. i, ii ও iii             | উত্তর: গ |



i. ইউরোপীয় শক্তির শাসন শুরু হয় ii. অর্থনৈতিক সংগঠন শক্তিশালী হয় iii. কাঁচামালের বাজার সন্ধান শুরু হয় নিচের কোনটি সঠিক? ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii উত্তর: গ ১৯৬. বাংলায় ঔপনিবেশিক শক্তির বিজয়ের কারণi. নবাবের ঘনিষ্ঠজনদের ষডযন্ত্র ii. নবাবের অনভিজ্ঞতা iii. সেনাপতি মীর জাফরের বিশ্বাসঘাতকতা নিচের কোনটি সঠিক? ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii উত্তর: ঘ ১৯৭. ভারত শাসন জারির ফলে বাংলায় যে বিষয়গুলো ঘটে তা হলো i. কোম্পানি শাসনের দেওয়ানি লাভ ii. কোম্পানি শাসনের অবসান iii. ভাইসরয় নিয়োগ নিচের কোনটি সঠিক? ক. i ও ii ঘ. i, ii ও iii উত্তর: গ খ. i ও iii গ. ii ও iii নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৯৮ ও ১৯৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও: ঘটনা-১: ১৯০৫ সাল বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনার বাস্তবায়ন। ঘটনা-২: ১৯৪৭ সাল ভারত বিভক্তি বাস্তবায়ন। ১৯৮. ঘটনা-১ এর প্রেক্ষাপটে কারা খুশি হয়েছিল? ক. বাঙালি মুসলমানেরা খ. ইংরেজ বণিকেরা গ. বাঙালি হিন্দুরা ঘ. কলকাতার ব্যবসায়ীরা উত্তর: ক ১৯৯. ঘটনা-২ প্রসঙ্গে প্রযোজ্যi. ভারতের স্বাধীনতা ii. পাকিস্তানের স্বাধীনতা iii. ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান নিচের কোনটি সঠিক? ক. i ও ii খ. i ও iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii উত্তর: ঘ

১৯৫. ১৪ শতকে ইউরোপে যুগান্তকারী বাণিজ্য বিপ্লবের সূচনার ফলে—



# 🥞 সম্ভাব্য প্রশ্ন

প্রশ্ন ১: মৌর্যদের পর ভারতে কোন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়?

উত্তর: মৌর্যদের পর ভারতে গুপ্ত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রশ্ন ২: কখন উত্তর বাংলায় প্রথম বাঙালি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়?

উত্তর: সপ্তম শতকে উত্তর বাংলার প্রথম বাঙালি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রশ্ন ৩: কার মৃত্যুর পর বাংলায় একশ বছর ধরে অরাজকতা চলতে থাকে?

উত্তর: রাজা শশাঙ্কের মৃত্যুর পর বাংলার একশ বছর ধরে অরাজকতা চলতে থাকে।

প্রশ্ন ৪: মীর জাফর ও মীর কাশিমের আমলে বাংলার প্রচুর সম্পদ কোন দেশে পাচার হয়ে যায়?

উত্তর: মীর জাফর ও মীর কাশিমের আমলে বাংলার প্রচুর সম্পদ ইংল্যান্ডে পাচার হয়ে যায়।

প্রশ্ন ৫: সিরাজউদ্দৌলা কত বছর বয়সে সিংহাসনে বসেন?

উত্তর: সিরাজউদ্দৌলা ২২ বছর বয়সে সিংহাসনে বসেন।

প্রশ্ন ৬: বাংলায় কত সালে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর হয়?

উত্তর: বাংলায় ১১৭৬ সালে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর হয়।

প্রশ্ন ৭: 'ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া' কোম্পানি কত সালে বাংলায় প্রবেশ করে?

উত্তর: ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ১৬৩০ সালে বাংলায় প্রবেশ করে।

প্রশ্ন ৮: কখন বঙ্গভঙ্গ হয়?

উত্তর: ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ হয়।

প্রশ্ন ৯: ভারত শাসন আইন অনুযায়ী গভর্নর জেনারেলকে কী নামে অভিহিত?

উত্তর: ভারত শাসন আইন অনুযায়ী গভর্নর জেনারেলকে ভাইসরয় বা ব্রিটিশ রাজ প্রতিনিধি নামে অভিহিত করা হয়।

প্রশ্ন ১০: ব্রিটিশরা কখন বাংলা প্রদেশকে দ্বিখণ্ডিত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে?

উত্তর: ব্রিটিশরা ১৮৫৩ সালে বাংলা প্রদেশকে দ্বিখণ্ডিত করার পরিকল্পনা করে।

প্রশ্ন ১১: ১৭৯১ সালে কাদের জন্যে সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়?

উত্তর: ১৭৯১ সালে হিন্দুদের জন্যে সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়।

প্রশ্ন ১২: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?

উত্তর: কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৮৫৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রশ্ন ১২: কে ১৭৮১ সালে কলকাতা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন?

উত্তর: ওয়ারেন হেস্টিংস ১৭৮১ সালে কলকাতা মাদ্রা করেন।

প্রশ্ন ১৩: ১৯০৩ সালে কে বাংলাকে দুই ভাগে ভাগ করার প্রস্তাব দেন?

উত্তর: ১৯০৩ সালে ইংরেজ ভাইসরয় লর্ড কার্জন বাংলাকে দুই ভাগে ভাগ করে।



# 🥞 সম্ভাব্য প্রশ্ন

#### প্রশ্ন ১: ঔপনিবেশিক শাসন বলতে কী বোঝ?

উত্তর: ঔপনিবেশিক শাসনে দখলদার শক্তি চিরস্থায়ীভাবে শাসন প্রতিষ্ঠা করতে আসে না। তারা জানে একদিন এই শাসনের পাট উঠিয়ে তাদের ফিরে যেতে হবে নিজ দেশে। তবে দখলদার শক্তি যতদিন শাসক হিসেবে থাকে, ততদিন সেই দেশে ধন-সম্পদ নিজ দেশে পাচার করে। এভাবে অন্য কোনো দেশের ওপর দখলদারদের আধিপত্যই হচ্ছে ঔপনিবেশিক শাসন।

# প্রশ্ন ২: মাৎসন্যায়ের যুগ বলতে কী বোঝায়?

উত্তর: গুপ্তদের পতনের পর সাত শতকে উত্তর বাংলার প্রথম বাঙালি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এ স্বাধীন রাজ্যের রাজা ছিলেন শশাঙ্ক। তবে শশাঙ্কের রাজ দীর্ঘস্থায়ী ছিল না। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর একশ বছর ধরে বাংলার অরাজকতা চলতে থাকে। একেই সংস্কৃত ভাষায় মাৎসন্যায়ের যুগ বলা হয়।

# প্রশ্ন ৩: চতুর্দশ শতকে ইউরোপীয়দের নিকট বাজার সন্ধান গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে কেন?

উত্তর: ইউরোপীয়দের শক্তিশালী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও সংগঠনগুলোর জন্য ইউরোপীয়দের নিকট বাজার সন্ধান গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। মূলত চতুর্দশ শতকে ইউরোপীয়দের অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও সংগঠনগুলো শক্তিশালী হতে শুরু করলে তাদের কাঁচামালের প্রয়োজন হয়। এছাড়া উৎপাদিত সামগ্রী বিক্রি করারও প্রয়োজন দেখা দেয়। ফলে তাদের জন্য বাজার সন্ধান গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

### প্রশ্ন ৪: স্বদেশি আন্দোলনের কারণ কী?

উত্তর: ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গই স্বদেশি আন্দোলনের কারণ। ১৯০৫ সালে ইংরেজরা বাংলাকে বিভক্ত করে দেয়। বাংলার এই বিভক্তিকে বাংলার মানুষ বিশেষ করে হিন্দু সমাজ অপছন্দ করে। বঙ্গভঙ্গ কার্যকর করা থেকে শাসকদের বিরত করার জন্যই তারা স্বদেশি আন্দোলন গড়ে তোলে।

# প্রশ্ন ৫: ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির প্রাক্কালে বাংলা ভূখণ্ডের ঐক্য প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির থাকালে বেশ কিছু কারণে বাংলা ভূখণ্ডো ঐক্য প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। ভারত বিভক্তির প্রাক্কালে বাংলা ভূখণ্ডকে ঐক্যবদ্ধ রাখার চেষ্টা হলেও ১৯৪৬ সালের নির্বাচন এবং কলকাতা ও নোয়াখালীর দাঙ্গা এ প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দেয়।

# প্রশ্ন ৬: বাংলার জনগণ হিন্দু-মুসলমান পরিচয়ে বিভক্ত হয়ে পড়ে কেন?

উত্তর: ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের রেষারেষিতে বাংলার জনসাধারণ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির ধারা থেকে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ দূরে সরে যায়। ১৯৪০ সালে মুসলিম লীগ দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত বিভক্তির ফর্মূলা প্রদান করে। ফলে বাংলার জনগণ হিন্দু মুসলমান পরিচয়ে বিভক্ত হয়ে পড়ে।



# 🧐 সৃজনশীল (CQ)

## প্রশ্ন-০১: নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

দুই বন্ধুর কথোপকথ:

- ১ম বন্ধু: আবিদ তুমি কী লক্ষ্য করেছ যে, বর্তমানে শিক্ষার ক্ষেত্রে আমরা অনেক দূর এগিয়েছি?
- ২য় বন্ধু: হ্যাঁ জানি। একটি বিশেষ সুবিধাভোগী শ্রেণি তাদের স্বার্থ হাসিলের জন্য যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল তা আমাদের জন্য সুবিধাই করে এনেছে।
- ১ম বন্ধু: তুমি ঠিকই বলেছ। তাদের গৃহীত পদক্ষেপের কারণে আমাদের দেশের মানুষ আধুনিক চিন্তা-চেতনায় জাগরিত হয়ে দেশপ্রেমে উদ্বদ্ধ হয়।
- ক. ভাস্কো-দা-গামা কোন দেশের নাবিক ছিলেন?
- খ. 'ইকলিম' ধারনাটি বাখ্যা কর।
- গ. ২য় বন্ধুর উক্তির শাসকদের প্রথম পর্যায়ের এখন প্রধান প্রধান কাজগুলো ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. ১ম বন্ধুর শেষের উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

- ক. ভাস্কো-দা-গামা পর্তুগিজ নাবিক ছিলেন।
- খ. ১২০৬ সালের পর বাংলার তিনটি অংশে দিল্লির মুসলিম সুলতানদের যে বিভাগগুলো প্রতিষ্ঠিত হয় সেগুলোকে ফারসি ভাষায় 'ইকলিম' বলা হয়। বাংলা প্রতিষ্ঠিত ছিল ইকলিম লখনৌতি, পশ্চিম বাংলার ইকলিম সাতগাঁও এবং পূর্ব বাংলায় ইকলিম সোনারগাঁও।
- গ. ২য় বন্ধুর উক্তির শাসকদের তথা ইংরেজদের প্রথম পর্যায়ের অসংখ্য উন্নয়নমূলক কাজ ছিল। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসকগণ তাদের শাসনকে স্থায়ীরূপ দেওয়ার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহন করেছিলেন। এ সকল কাজের উদ্দেশ্য নেতিবাচক হলেও তা দ্বারা বাংলার সামাজিক অবস্থার উন্নতি ঘটেছিল। শাসনক্ষমতাকে পাকাপোক্ত করার জন্য তারা দেশীয়দের মধ্য থেকে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত একটি অনুগত শ্রেণি তৈরির প্রতি মনোযোগ দেয়। এ প্রেক্ষিতে ওয়ারেন হেস্টিংস ১৭৮১ সালে কলকাতা মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এরই ধারাবাহিকতায় ১৭৯১ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয় সংস্কৃত কলেজ। অবশেষে ১৮৫৭ সালে উচ্চতর শিক্ষা গবেষণার প্রতিষ্ঠান হিসেবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এসব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আধুনিক শিক্ষার সংস্পর্শে এসে স্থানীয় মানুষের মধ্যে নতুন চেতনার স্ফুরণ ঘটতে থাকে। উদ্দীপকের ২য় বন্ধু তার আলোচনায় এ বিষয়টিই ইঙ্গিত করে বলেছে যে, সুবিধাভোগী স্ফূর্ত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসকগণ তাদের স্বার্থ হাসিলের জন্য এসব পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল।
- **ঘ.** "তাদের গৃহীত পদক্ষেপের কারণে আমাদের দেশের মানুষ আধুনিক চিন্তা চেতনায় জাগরিত হয়ে দেশপ্রেম উদ্বুদ্ধ হয়েছিল।" ১ম বন্ধুর শেষের এ উক্তিটি যথার্থ।



ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানির শাসকগন তাদের শাসনকে স্থায়ীরূপে রূপ দেওয়ার জন্য বিভিন্ন উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ গ্রহন করেছিল। এর ফলে হিন্দু সমাজ থেকে সতীদাহর মতো প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয় এবং বিধবা বিবাহের পক্ষে মত তৈরি হয়। শাসকগণ ১৮২১ সালে শ্রীরামপুরে মুদ্রণযন্ত্র স্থাপন করে। এর দ্বারাও বাংলার সামাজিক ব্যবস্থার উন্নতি ঘটেছিল। উদ্দীপকে ১ম বন্ধু তার শেষের উক্তির দ্বারা ঠিক এ বিষয়টিই ইঙ্গিত করে বলেছে যে, আমাদের দেশের মানুষ আধুনিক চিন্তা-চেতনায় জাগরিত হয়ে দেশপ্রেমে উদ্বৃদ্ধ হয়।

এ সময়কালে রাজা রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরও সমাজ সংস্কারে হাত দেন। ডিরোজিও, বিদ্যাসাগর প্রমুখ অবাধে মুক্তমনে জ্ঞানচর্চার ধারা তৈরি করেন। ফলে দেশটির সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটে। সর্বোপরি ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনামলে বাংলার সামাজিক অবস্থার বেশ উন্নতি ঘটেছিল। এ প্রেক্ষাপটে শিক্ষিত শ্রেণির মধ্যে জাতীয়তাবোধের চেতনা জন্ম নেয়। এবং তারা পুরো দেশবাসীকে এ চেতনায় ঐক্যবদ্ধ করে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে। সুতরাং উপরোক্ত আলোচনায় ১ম বন্ধুর শেষের উক্তিটি যথার্থ।

#### প্রশ্ন-০২:

# নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

দৃশ্যকল্প-১: মাত্র ২২ বছর বয়সে সিরাজউদ্দৌলা সিংহাসনে বসেন। তিনি দেশি ও বিদেশি ষড়যন্ত্রে ক্ষমতাচ্যুত হন। দৃশ্যকল্প-২: ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলার শাসন ক্ষমতায় চলে আসে। শাসন ব্যবস্থাকে রাজস্ব আদায় ও প্রশাসন পরিচালনায় ভাগ করে।

- ক. কত সালে ফখরউদ্দিন মোবারক শাহ স্বাধীন সুলতানী যুগ প্রতিষ্ঠা করেন?
- খ. চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বলতে কী বোঝায়?
- গ. দৃশ্যকল্প-১ বাংলার ইতিহাসের কোন ঘটনাকে ইঙ্গিত করে? ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. "দৃশ্যকল্প-২ এর ফল ছিয়াত্তরের মন্বন্তর" উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

- ক. ১৩৩৮ সালে ফখরউদ্দীন মোবারক শাহ স্বাধীন সুলতানি যুগ প্রতিষ্ঠা করেন।
- খ. ১৭৮৩ সালে কর্নওয়ালিস প্রশাসন কর্তৃক ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সরকার ও বাংলার জমি মালিকদের (সকল শ্রেণীর জমিদার ও স্বতন্ত্র তালুকদারদের) মধ্যে সম্পাদিত একটি যুগান্তকারী চুক্তি। এ চুক্তির আওতায় জমিদার ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় ভূ-সম্পতির নিরঙ্কুশ স্বত্বাধিকারী হন।
- গ. দৃশ্যকল্প-১ বাংলার ইতিহাসের কলঙ্কজনক অধ্যায় বাংলায় ইংরেজ শক্তির উত্থানকে ইঙ্গিত করে। তরুণ নবাব সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে তাঁর খালা ঘসেটি বেগম, মীরজাফর, মীর কাসিম, উমিচাঁদ, জগতশেঠ ও রাজবল্লভ যড়যন্ত্রে লিপ্ত হলে ইংরেজ বণিকরা তাদের সাথে যোগ দেয়। এ সুযোগে মাদ্রাজ থেকে সৈন্যবাহিনী নিয়ে ইংরেজ সেনাপতি ওয়াটসন ও ক্লাইভ কলকাতা দখল করে নেয়। এরপর নবাবের রাজধানী মুর্শিদাবাদ দখল করতে ক্লাইভ পলাশীর আম্রকাননে উপস্থিত হয়। ১৭৫৭ সালের ২৩ শে জুন সে যুদ্ধে প্রবীন সেনাপতি বিশ্বাসঘাতকতায় বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয় ঘটে। নবাবকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। বিজয়ের পর মীরজাফরকে নবাব বানালেও মূল ক্ষমতা চলে যায় ধূর্ত ও দুর্ধর্ষ ইংরেজ সেনাপতি রবার্ট ক্লাইভের হাতে।



উদ্দীপকে এ বিষয়টিরই ইঙ্গিত করে বলা হয়েছে যে, মাত্র ২২ বছর বয়সে সিরাজদ্দৌলা সিংহাসনে বসে দেশি বিদেশি ষড়যন্ত্রে ক্ষমতাচ্যুত হন।

ঘ. "দৃশ্যকল্প-২ এর ফল ছিয়াত্তরের মন্বন্তর"- উক্তিটি যথার্থ।

দৃশ্যকল্প-২ এ বাংলায় দ্বৈতশাসন ব্যবস্থা ফুটে উঠেছে। ক্লাইভ বাংলায় কিছুকাল দ্বৈতশাসন চালিয়ে যান। দ্বৈতশাসন ছিল একটি অদ্ভুত ব্যবস্থা। এ ব্যবস্থায় রাজস্ব আদায়, সামরিক ব্যবস্থা এবং প্রশাসন পরিচালনার ক্ষমতা রইল কোম্পানীর হাতে। আর নবাব হলেন নামেমাত্র শাসক। এভাবেই নবাব হলেন ক্ষমতাহীন দায়িত্ব পালনকারী। অন্যদিকে কোম্পানীর শাসকরা হলেন দায়িত্বহীন ক্ষমতাবান। রাজস্বের দায়িত্ব পেয়ে ইংরেজরা প্রজাদের ওপর অতিরিক্ত করের বোঝা চাপিয়ে তা আদায়ে প্রচন্ড চাপ সৃষ্টি করে। এর ওপর ১৭৬৮ সাল থেকে তিন বছরের অনাবৃষ্টির ফলে দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এটির ইতিহাসে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর নামে পরিচিত।

উদ্দীপকে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলার শাসন ক্ষমতায় চলে এলে শাসন ব্যবস্থাকে রাজস্ব আদায় ও প্রশাসন পরিচালনায় ভাগ করার কারণেই ১৭৬৮ সালে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। যা ইতিহাসে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর নামে পরিচিত পায়। এ প্রেক্ষাপটে যথার্থই বলা যায়, দৃশ্যকল্প-২ এর ফল ছিয়াত্তরের মন্বন্তর।

#### প্রশ্ন-০৩:

# নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

রায়ান তার দাদার কাছ থেকে ১৬৮০-৮৩ সালের একটি ঐতিহাসিক ঘটনা শুনে বুঝতে পারে এদেশে একসময় বিভিন্ন দেশের ব্যবসায়ীরা বাণিজ্য করত। তারা তাদের স্বার্থ হাসিল করার জন্য নানা কৌশল অবলম্বন করে থাকত। তবে এতে একটি দেশের ব্যবসায়ীরা বেশী লাভবান হয়।

- ক. ইউরোপের শান্তি চুক্তি কী নামে পরিচিত?
- খ. 'ইকলিম' ধারণাটি ব্যাখ্যা কর।
- গ. উল্লিখিত সময়ে লাভবানকৃত দেশটির বাণিজ্য বিস্তারের কারণ ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. বাংলার অভ্যন্তরের কোন্দলই কি উক্ত দেশটির বিজয়ের পিছনে কাজ করেছে? পাঠ্যপুস্তকের আলোকে তুলে ধর।

- ক. ইউরোপের শান্তি চুক্তি ওয়েস্টফালিয়ার চুক্তি নামে পরিচিত।
- খ. ১২০৬ সালের পর বাংলার তিনটি অংশে দিল্লির মুসলিম সুলতানদের যে বিভাগগুলো প্রতিষ্ঠিত হয় সেগুলোকে ফারসি ভাষায় 'ইকলিম' বলা হয়। বাংলা প্রতিষ্ঠিত ছিল ইকলিম লখনৌতি, পশ্চিম বাংলার ইকলিম সাতগাঁও এবং পূর্ব বাংলায় ইকলিম সোনারগাঁও।
- গ. উল্লিখিত সময়ে তথা ১৬৮০ এই সময়ে যেমন ১৬৮০-৮৩ এই চার বছরে শুধু ইংল্যান্ড থেকে বাংলার রপ্তানি আর দাঁড়ায় দুই লক্ষ পাউন্ড বা তৎকালীন হিসাবে আঠার লক্ষ টাকা। অর্থাৎ এ সময়ে লাভবানকৃত দেশটি হচ্ছে ইংল্যান্ড। আর এ সময়ে ইংল্যান্ডের বাণিজ্য বিস্তারের কারণ হলো পুঁজির জোর আর উন্নত কারিগরিজ্ঞানের সমস্যা।



পুঁজির জোর আর উন্নত কারিগরি জ্ঞানের সমন্বয় করে ইংরেজ বণিকরা এদেশের স্থানীয় শ্রমিকদের খাটিয়ে বড় বড় শিল্পকারখানা স্থাপন করে প্রচুর মুনাফা অর্জন করতে থাকে। এ সময় ইংরেজরা অনেকগুলো কারখানা চালাত, এভাবে যখন এদেশে ইংরেজদের ব্যবসা ফুলে ফেঁপে উঠে, তখন বাংলা থেকে প্রচুর অর্থ ইংল্যান্ডে পাচার হতো। পাচারকৃত সম্পদের প্রাচুর্যের কথা স্বয়ং ক্লাইভ ইংল্যান্ড পার্লামেন্টে সবিস্ময়ে উল্লেখ করেছিলেন। ১৬৮২ সালে বাংলার ইংরেজ কোম্পানিগুলোর গভর্ণর হিসেবে উইলিয়াম হেজেজ হুগলিতে আসেন। এ সময় বাংলার সুবেদার শায়েস্তা খানের বিভিন্ন স্তরের কর্মচারীদের দুর্নীতির কারণে ইংরেজদের ব্যবসায়ের ক্ষতি তিনি সরেজমিনে প্রত্যক্ষ করেন এবং ইংল্যান্ডের রাজা দ্বিতীয় জেমসকে বুঝিয়ে ১৬৮৬ সালে দেশ থেকে সৈন্য এনে যুদ্ধের প্রস্তুতি নেন। ১৬৮৭ থেকে ১৬৯০ পর্যন্ত ইংরেজদের সাথে মোগল শক্তির বেশ কয়েকটি খন্ড যুদ্ধ হয় এবং শেষ পর্যন্ত ইংরেজরা তাদের ব্যবসায়িক সুবিধা আদায় করে এক ঢিলে দুই পাখি মারে। তারা এখানে তাদের কুঠি ও কারখানা তৈরি এবং দেনা রেখে ব্যবসায়ের অধিকার পায়। আবার সাথে সাথে প্রতিদ্বন্ধী অন্য ইউরোপীয় শক্তির উপর প্রাধান লাভ করে। এভাবেই বাংলা তথা ভারতীয় উপমহাদেশে ইংল্যান্ডের বাণিজ্য বিস্তার লাভ করে।

আলিবর্দীর মৃত্যুর পর তার প্রিয় নাতি সিরাজউদ্দৌলা মাত্র ২২ বছর বয়সে সিংহাসনে বসলেন। তার সামনে এক দিকে উদীয়মান ইংরেজ শক্তি ও হামলাকারী বর্গিদের সামলানোর কঠিন কাজ আর অন্যদিকে বড় খালা ঘসেটি বেগম ও সিপাহসালার মীরজাফর আলী খানের মতো ঘনিষ্ঠজনদের যড়যন্ত্র মোকাবিলার কাজ। সিরাজের বিরুদ্ধে তৃতীয় আরেকটি পক্ষও কাজ করেছে যথাঃ অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের বিস্তার ঘটার সাথে সাথে ভারতের বড় বড়

च. বাংলার অভ্যন্তরের কোন্দলই উক্ত দেশ তথা ইংল্যান্ডের বিজয়ের পেছনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে।

ব্যবসাকেন্দ্রগুলোতে ক্ষমতালোভী ভারতীয় বণিক সমাজের অভ্যুদয় ঘটে। বাংলায় রাজপুতনা থেকে আগত মারওয়াড়িরা এই ক্ষমতাবান বণিক। তারাও ব্যবসায়িক স্বার্থে ইংরেজ বণিকদের পক্ষে যোগ দেয় ও বাংলার নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। অভ্যন্তরীণ এ কোন্দলকে যদিও ইংল্যান্ডের বিজয়ের প্রধান কারণ ধরা হয়, তবে এছাড়া আরও কিছু কারণ

রয়েছে যেমন: শাসকদের প্রতি বাংলার জনগণের বিমুখতা ও উদাসীনতা; ইংরেজদের অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তি ছিল

বেশ শক্তিশালী এবং সিরাজউদ্দৌলার অদক্ষতা।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি বাংলার অভ্যন্তরের কোন্দল ইংল্যান্ডের বিষয়ের পেছনে কাজ করেছে সত্য, কিন্তু এটিই একমাত্র কারণ নয়।

#### প্রশ্ন-০৪:

## নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

"ক" এলাকার বণিক শ্রেণির কিছু লোক বাহির থেকে ব্যবসার উদ্দেশ্যে এসে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে। স্থানীয় লোকজনকে বিভিন্নভাবে শাসন-শোষণ করে এবং নিজ দেশে সম্পদপাচার করে। স্থানীয় জনগণ সচেতন হওয়ায় এক সময় তাদেরকে নিজ দেশে চলে যেতে হয়।

- ক. ভাস্কো-ডা-গামা কত সালে কালিকট বন্দরে পৌঁছে?
- খ. পুঁজি পাচার বলতে কী বোঝায়?
- গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ঘটনাবলি বাংলার ইতিহাসের কোন ঘটনাকে স্মরণ করিয়ে দেয়া বাধ্য কর।
- ঘ. উক্ত বণিক শ্রেণির রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের পিছনে রয়েছে বাংলার শাসকদের অভ্যন্তরীণ কোন্দল ও চক্রান্ত"-বিশ্লেষণ কর।



#### সমাধানঃ

- ক. পর্তুগিজ নাবিক ভাস্কো-ডা-গামা ১৯৯৮ সালে কালিকট বন্দরে পৌঁছে।
- খ. ব্যাপকহারে অর্থ ও সম্পদ দেশের বাইরে চলে যাওয়াকে পুঁজি পাচার বলে। ইতিহাস থেকে জানা যে, সম্রাট জাহাঙ্গীর বিভিন্ন অজুহাতে বাংলার কোষাগার থেকে টাকা ও সম্পদ নিতে শুরু করেন। সুবেদার শায়েস্তা খান ও সুবেদার সুজাউদ্দিনও বাংলা থেকে প্রচুর টাকা ও সম্পদ দিল্লিতে নিয়ে যান। যা পুঁজি পাচার হিসেবে বিবেচিত।
- গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ঘটনাবলি বাংলার ইতিহাসের ইংরেজ শক্তির উত্থান ও তাদের পরিণতিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। দি ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ধীরে ধীরে এদেশের তাদের প্রতিপত্তি বাড়িয়ে নবাবের দরবারে প্রভাব বিস্তারের মতো ক্ষমতা ভোগ করতে শুরু করে। ১৭৫৬ সালে আলীবর্দি খাঁর মৃত্যুর পর ক্ষমতার উত্তরাধিকার নিয়ে নবাব পরিবার এবং রাজপ্রাসাদের অভিজাতদের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব শুরু হয় কোম্পানির কর্তারা তার সুযোগ নিতে কসুর করে নি। ১৭৫৭ সালের ২৩ শে জুন পলাশীর যুদ্ধে প্রবীণ সেনাপতি মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতায় বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয় ঘটে। ক্ষমতা চলে যায় ধূর্ত ও দুর্ধর্ষ ইংরেজ সেনাপতি রবার্ট ক্লাইভের হাতে। শেষ পর্যন্ত ১৭৬৫ সালে ক্লাইভ দিল্লির সম্রাটের কাছ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভ করেন। অতঃপর প্রায় দুইশ বছর ইংরেজরা স্থানীয় লোকজন তথা বাংলা ও ভারতবর্ষ শাসন শোষণ করে, নানাভাবে, নানা কৌশলে। তবে তাদের শত প্রচেষ্টাও তাদের শাসনকে স্থায়ী করেনি। ব্রিটিশদের অনুগত শ্রেণি সৃষ্টিতে তারা ইংরেজ শিক্ষার প্রসার ঘটায়। কিন্তু ফলাফলে শিক্ষিত শ্রেণির মধ্যে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটে। সমগ্র বাংলাকে বরং পুরো ভারতবর্ষকে তারা কুসংস্কারমুক্ত, সচেতন ও দেশেপ্রেমে উদ্ধুদ্ধ জনগোষ্ঠীতে পরিণত করে।

স্থানীয় জনগণের এ সচেতনতার তথা জাতীয়তাবোধের চেতনার ফলে ইংরেজরা ১৯৪৭ সালের আগস্টে এদেশ ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়। ইংরেজদের এ উত্থান পতনের ঘটনাই স্মরণ করিয়ে নেয়।

**ঘ.** উক্ত বণিক তথা ইংরেজ বণিক শ্রেণির রাষ্ট্র ক্ষমতা দখলের পেছনে রয়েছে বাংলার শাসকদের অভ্যন্তরীণ কোন্দল ও চক্রান্ত।

১৭৫৬ সালে আলীবর্দি খাঁ এর মৃত্যুর পর ক্ষমতার উত্তরাধিকার নিয়ে নবাব পরিবার এবং রাজপ্রাসাদের অভিজাতদের মধ্যে দ্বন্দ্ব শুরু হয়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কর্তারা এটিকে বাংলার ক্ষমতা গ্রহণের মহাসুযোগ হিসেবে গ্রহণ করে। এছাড়া তরুণ নবাব সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে তাঁর খালা ঘসেটি বেগম, মীরজাফর, মীরকাশিমসহ রাজদরবারের প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ এবং উমিচাঁদ, জগৎ শেঠ ও রাজবল্লভদের মতো তৎকালীন ধনী অভিজাতদের একটি অংশ গভীর চক্রান্তে লিপ্ত হয়। এমতাবস্থায় ইংরেজ বণিকরা চক্রান্তকারীদের মদদ দিতে থাকে। অন্তদ্বন্দ্ব ও অভ্যন্তরীণ চক্রান্তের সুযোগ কাজে লাগিয়ে ইংরেজ সেনাপতি ওয়াটসন ও ক্লাইভ সৈন্য বাহিনী নিয়ে এসে কলকাতা মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতকতায় বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয় ঘটে এবং নবাবকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। এরইদখল করে নেয়। এরপর নবাবের রাজধানী মুর্শিদাবাদ দখল করতে ক্লাইভ পলাশীর আম্রকাননে উপস্থিত হয়। ১৭৫৭ সালের ২৩ শে জুন সেই যুদ্ধে প্রবীণ সেনাপতি সাথে সাথে বাংলার শাসনক্ষমতা চলে যায় ইংরেজ বণিকদের হাতে। উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, ইংরেজ বণিক শ্রেণির রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের পেছনে বাংলার শাসকদের

অভ্যন্তরীণ কোন্দল ও চক্রান্তই দায়ী।



#### প্রশ্ন-০৫:

## নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

মোহাম্মদ আব্দুস ছামাদ যুবক বয়সে ঘিওর উপজেলার চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পান। কিন্তু এখন থেকেই তার কিছু নিকট আত্মীয়স্বজন নিজেদের স্বার্থ হাসিলের জন্য তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় এবং পরবর্তীকালে তার কাজকর্ম পরিচালনার সময় বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি করে তাকে ক্ষমতাচ্যুত করে।

- ক. ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কত সালে কাশিমবাজারে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করো।
- খ. পুঁজি পাচার বলতে কী বোঝ?
- গ. উদ্দীপকে বর্ণিত কারণটি নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতনের কোন কারণের সাথে মিল আছে? ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. তুমি কি মনে কর, উক্ত কারণই নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতনের একমাত্র কারণ? তোমোর উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।

#### সমাধানঃ

- **ক.** ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ১৯৫৮ সালে কাশিমবাজারে বাণিজ্যে কুঠি স্থাপন করে।
- খ. ব্যাপকহারে অর্থ ও সম্পদ দেশের বাইরে চলে যাওয়াকে পুঁজি পাচার বলে। ইতিহাস থেকে জানা যে, সম্রাট জাহাঙ্গীর বিভিন্ন অজুহাতে বাংলার কোষাগার থেকে টাকা ও সম্পদ নিতে শুরু করেন। সুবেদার শায়েস্তা খান ও সুবেদার সুজাউদ্দিনও বাংলা থেকে প্রচুর টাকা ও সম্পদ দিল্লিতে নিয়ে যান। যা পুঁজি পাচার হিসেবে বিবেচিত।
- গা. উদ্দীপকে বর্ণিত কারণটি নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতনের গুরুত্বপূর্ণ কারণ নিকট-আত্মীয় বড় খালা ঘসেটি বেগম ও সিপাহসালার মীর জাফর আলী খানের ষড়যন্ত্রেরসাথে মিল আছে।

উদ্দীপকে বর্ণিত মোহাম্মদ আব্দুস সামাদ যুবক বয়সে ঘিওর উপজেলার চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পান। কিন্তু প্রথম থেকেই তার কিছু নিকট আত্মীয় নিজেদের স্বার্থ হাসিলের জন্য তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় এবং পরবর্তীকালে তার কাজকর্ম পরিচালনার সময় বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি করে তাকে ক্ষমতাচ্যুত করে। তার এ ঘটনার সাথে নবাব সিরাজউদ্দৌলার তুলনা করলে দেখা যায়, তার আত্মীয়-স্বজন যেমন ঘসেটি বেগম ও মীর জাফর আলী খান তার পতনের জন্য প্রথম থেকেই ষড়যন্ত্র শুরু করে। নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতনে এই ষড়যন্ত্র বিরাট ভূমিকা পালন করে। তিনি তরুণ বয়সে এদের ওপরই বেশি বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু তার এসব নিকট আত্মীয়রা তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য বিদেশিদের সাথে হাত মিলিয়েছিলেন।

च. অনেকগুলো কারণেই নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতন হয়েছিল। এর মধ্যে তাঁর নিকট আত্মীয় একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ সন্দেহ নেই। তবে এ কারণিটিই তার পতনের একমাত্র কারণ বলে আমি মনে করব সিরাজউদ্দৌলা ২২ বছর বয়সে সিংহাসনে আরোহন করেন, তাঁর রাজা পরিচালনার কোন পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল না। উদীয়মান ইংরেজ শক্তি ও হামলাকারী বর্গিদের বিরুদ্ধে আক্রমণ করার মতো যথেষ্ট শক্তি নবাবের ছিল না। ভারতীয় বণিক সমাজের অভ্যূদয়ও নবাবের পতনের একটি অন্যতম কারণ রাজপুতনা থেকে আগত মারওয়ারিরা ব্যবসায়িক স্বার্থে তাদের বণিকদের সাথে একযোগে নবাবের পতনে অংশগ্রহণ করে।

কাজেই উপরিউক্ত আলোচনা পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, কেবল নিকট আত্মীয়দের ষড়যন্ত্রেই নবাব সিরাজউদ্দৌলার পতনের কারণ নয়। তার পতনের জন্য আরও কতকগুলো কারণ দায়ী।



#### প্রশ্ন-০৬:

# নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

৮ম শ্রেণির ছাত্র সাইম টেলিভিশনে মোগল শাসকের উপর নির্মিত একটি প্রামাণ্য চিত্র দেখেছিল। তখন শাসকদের সম্পদের কোনো অভাব ছিলো না। জিনিসপত্রের দামও খুব সস্তা ছিল। কিন্তু সাধারণ মানুষের জিনিসপত্র কেনার সামর্থ ছিল না।

- ক. মোগল সম্রাট আকবরের সেনাপতি ছিলেন কে?
- খ. ইউরোপে যুদ্ধরত দেশগুলির মধ্যে সম্পাদিত শান্তি চুক্তিটি ব্যাখ্যা কর।
- গ. সাইমের দেখা প্রামাণ্য চিরে কার শাসনামলের চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে? বর্ণনা কর।
- ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত পরিস্থিতির ফলে বাংলায় ঔপনিবেশিক শক্তির বিজয় ঘটে"- মতামত দাও।

#### সমাধানঃ

- **ক.** মোগল সম্রাট আকবরের সেনাপতি ছিলেন মানসিংহ।
- খ. ১৬৪৮ সালে ইউরোপের সুদরত বিভিন্ন দেশের মধ্যে একটি শান্তিচুক্তি হয়। একে বলে ওয়েস্টফালিয়ার চুক্তি। এটি সম্পাদিত হওয়ার পর শান্তি প্রতিষ্ঠিত হলে বিভিন্ন ইউরোপীয় জাতি নতুন উদ্যমে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ে। এদের অধিকাংশের লক্ষ্য ছিল ভারতবর্ষ।
- গ. সাইমের লেখা প্রামাণ্য চিত্রে শায়েস্তা খানের শাসনামলের চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে।
  সুবেদার শায়েস্তা খানের আমলে জিনিসপত্রের দাম অনেক সস্তা ছিল। কিন্তু তখন মানুষের দারিদ্র্য এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, তাদের ক্রয়ক্ষমতা বলে আসলে কিছুই ছিল না। তাই চালসহ নিত্যব্যবহার্য জিনিস বা গরু ছাগলের দাম অবিশ্বাস্য রকম কম হলেও তা প্রজাদের কোনো উপকারে আসেনি। উদ্দীপকে সাইমের দেখা প্রামাণ্য চিত্রের শাসকেরও সম্পদের কোনো অভাব ছিল না। জিনিসপত্রের দামও খুব সস্তা ছিল। কিন্তু সাধারণ মানুষের কেনার সামর্থ্য ছিল না। সুতরাং বলা যায়, সাইমের দেখা প্রামাণ্য চিত্রে সুবেদার শায়েস্তা খানের শাসনামলের চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে।
- **ঘ.** উদীপকে মুঘল শাসক সুবেদার শায়েস্তা খানের শাসনামলের চিত্র ফুটে উঠেছে। তার শাসনামলে বর্ণিত পরিস্থিতির ফলে বাংলায় ঔপনিবেশিক শক্তির বিজয় ঘটে।

সুবেদার শায়েস্তা খানের আমলে জিনিসপত্রের দাম অনেক সস্তা ছিল কিন্তু তখন সাধারণ মানুষের দারিদ্র্য এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, তাদের ক্রয়ক্ষমতা বলে আসলে কিছুই ছিল না। তার সময় বাংলা থেকে প্রচুর অর্থ দিল্লিতে পাচার হতো। শুধুমাত্র ১৬৭৮ সালে তিনি একবার নগদ ৩০ লাখ টাকা মূল্যের সোনা পাঠান দিল্লিতে। এ ধারা পরবর্তী সময়ে কেবল বেড়েছেই। সুবেদার সুজাউদ্দিন তার ১১ বছরের সুবেদারি আমলে দিল্লিতে প্রায় ১৪ কোটি ৬০ লাখ টাকা পাঠান। এভাবে বহুকাল ধরে বাংলা থেকে ব্যাপক হারে অর্থ সম্পদ বাইরে চলে যায়। দীর্ঘকাল ধরে পুঁজি পাচারের ফলে বাংলার দারিদ্র ও গ্রাম সমাজের অধিকর্তা এতই প্রকট ও গভীর ছিল যে, বাণিজ্য বিচারের ফলে সৃষ্ট নতুন সুযোগ কাজে লাগানোর মতো উদ্দীপনা তাদের ছিল না। তারা শাসকদের প্রতি এতটাই উদাসীন ছিল যে, ইংরেজরা খুব সহজেই বাংলার উপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিল।



প্রশ্ন-০৭: নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

| ছক-১                         | ছক-২                        |
|------------------------------|-----------------------------|
| প্রতিষ্ঠাকাল - প্রতিষ্ঠান    | সাল – ঘটনা                  |
| ১৭৮১ - কলকাতা মাদরাসা        | ১৮৫৭ - সিপাহি বিদ্রোহ       |
| ১৭৯১ - সংস্কৃত কলেজ          | ১৯০৫ - বঙ্গভঙ্গ             |
| ১৮৫৭ – কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় | ১৯৪৭ - ভারতবর্ষের স্বাধীনতা |

- ক. পর্তুগিজ নাবিক ভাস্কো-ডা-গামা কোন সালে ভারতের কালিকট বন্দরে পৌঁছে?
- খ. ইউরোপীয় বণিকদের বাণিজ্যের জন্য ভারতবর্ষ লক্ষ্য ছিল কেন?
- গ. ছক-১ এ উল্লিখিত বিষয়টি বাংলার ইতিহাসে কোন ঘটনাকে প্রতিফলিত করেছে। ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. ছক-২ এ উল্লিখিত নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিক আন্দোলনের ফলেই ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান ঘটে " তুমি কি এর সাথে একমত। যুক্তিসহ বিশ্লেষণ করা।

#### সমাধানঃ

- ক. পর্তুগিজ নাবিক ভাস্কো-ডা-গামা ১৪৯৮ সালে ভারতের কালিকট বন্দরে পৌঁছে।
- খ. ইউরোপীয় বণিকদের বাণিজ্যের জন্য ভারতবর্ষ লক্ষ্য হওয়ার কারণ ছিল ধনসম্পদ। ভারতবর্ষ উর্বর দেশ ছিল এবং এখানে ধনসম্পদের প্রাচুর্য ছিল। এছাড়া ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত বাংলার সিল্ক ও অন্যান্য মিহি কাপড় এবং মসলা ইউরোপীয়দের প্রধান আকর্ষণ হয়ে ওঠে। এসব কারণে বাণিজ্যের জন্য ইউরোপীয় বণিকদের লক্ষ্য ছিল ভারতবর্ষ।
- গ. ছক-১ এ উল্লিখিত বিষয়টি বাংলার ইতিহাসে যে ঘটনাকে প্রতিফলিত করেছে তা হলো বাংলায় নবজাগরণ। ছক-১ এ কলকাতা মাদরাসা, সংস্কৃত কলেজ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সময়কাল উল্লেখ করা হয়েছে যা বাংলায় নবজাগরণের বিষয়কে নির্দেশ করে।ইংরেজরা তাদের শাসন পাকাপোক্ত করার লক্ষ্যে দেশীয়দের মধ্য থেকে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত একটি অনুগত শ্রেণি তৈরিতে মনোযোগ দেয়। এ উদ্দেশ্যে ১৭৮১ সালে ওয়ারেন হেস্টিংস কলকাতা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এরই ধারাবাহিকতায় হিন্দুদের জন্য ১৭৯১ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয় সংস্কৃত কলেজ। তবে ইংরেজদের উদ্দেশ্য সাধনের পাশাপাশি আধুনিক শিক্ষার সংস্পর্শে এসে স্থানীয় মানুষের মধ্যে নতুন চেতনার স্ফুরণ ঘটতে থাকে।

রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ডিরোজিও প্রমুখ অবাধে মনে জ্ঞানচর্চার ধারা তৈরি করেন। বাঙালির এই নবজাগরণ কলকাতা মহানগরীতে ঘটলেও এর পরোক্ষ প্রভাব সারা বাংলাতেই পড়ে।

- ঘ. ছক-২ এ উল্লিখিত নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিক আন্দোলনের ফলেই ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান ঘটে। এ বিষয়টির সাথে আমি একমত পোষণ করি।
- ছক-২ এ উল্লিখিত নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিক ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ ও ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ এবং এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জন।



১৭৫৭ সালে বাংলা তথা ভারতবর্ষের শাসন ক্ষমতা ইংরেজদের হাতে চলে যায়। এ সময় ইংরেজ কোম্পানির শাসনে বৃহত্তর বাঙালি সমাজ প্রকৃতপক্ষে শোষিত হয়েছে। তাদের এই শোষনের বিরুদ্ধে ১৮৫৭ সালে ইংরেজ অধ্যুষিত ভারতের বিভিন্ন বারাকে সিপাহীদের মধ্যে বিদ্রোহ ঘড়িয়ে পড়ে। সিপাহিদের এই বিদ্রোহে ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলের স্বাধীনচেতা শাসকরাও যোগ দেন। কিন্তু উন্নত অস্ত্র ও দক্ষ সেনাবাহিনীর সাথে চাতুর্য নিষ্ঠুরতার যোগ ঘটিয়ে ইংরেজরা এ বিদ্রোহ মন করে। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ কার্যকর করা হয়। বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে ভারতবর্ষের হিন্দু-মুসলিম দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব তৈরি হয় বঙ্গভঙ্গ কার্যকর হওয়ার পর থেকে তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে বাঙালি হিন্দু নেতারা ভারতবর্ষে বিভিন্ন আন্দোলন শুরু করে। অবশেষে ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ ইংজেদের নিকট থেকে স্বাধীনতা অর্জন করে।

#### প্রয়-০৮:

# নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

জনাব 'ক' একটি ভিনদেশী বাণিজ্যিক কোম্পানির কর্মকর্তা ছিলেন। তারই ধূর্ততায় ১৭৬৫ সালে প্রতিষ্ঠানটি এক বিশেষ ক্ষমতা লাভ করে। এই ক্ষমতার কারণে স্থানীয় শাসকরা হয়ে পড়েন ক্ষমতাহীন। পক্ষান্তরে প্রতিষ্ঠানটির ক্ষমতা এতই বৃদ্ধি পায় যে তারা এক সময় সময় দেশটাই দখল করে নেয়।

- ক. পাল বংশের পর কোন রাজবংশ বাংলা শাসন করে?
- খ. ছিয়াত্তরের মন্বন্তর কী?
- গ. উদ্দীপকের ঘটনাটির সঙ্গে কোন ঐতিহাসিক ঘটনার সাদৃশ্য রয়েছে? ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. উক্ত প্রতিষ্ঠানটির শাসনামলে দেশটির সামাজিক অবস্থার উন্নতি ঘটেছিল পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশ্লেষণ কর।

#### সমাধানঃ

- **ক.** পাল বংশের পর সেন রাজবংশ বাংলা শাসন করে।
- খ. ১৭৬৫ সালে দেওয়ানি লাভের পর ইংরেজরা প্রজাদের ওপর অতিরিক্ত কর আদায়ে চাপ সৃষ্টি করে। এছাড়া ইংরেজি ১৭৬৮ সাল থেকে টানা তিন বছর অনাবৃষ্টি দেখা দেয়। মূলত এ দুটি কারণেই বাংলা ১১৭৬ সনে দেশে যে মারাত্মক দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় সেটাই ইতিহাসে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর নামে পরিচিত।
- **গ.** উদ্দীপকের ঘটনাটির সাথে ইংরেজদের দি ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বাংলার শাসন ক্ষমতা দখল করার ঘটনার সাদৃশ্য রয়েছে।

রবার্ট ক্লাইভ ১৭৬৫ সালে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি লাভের পর বাংলার রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা ইংরেজদের হাতে চলে যায়। প্রশাসনেও তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্লাইভ বাংলায় কিছুকাল দ্বৈতশাসন চালিয়ে যান। দ্বৈতশাসন ব্যবস্থায় রাজস্ব আদায়, সামরিক ব্যবসা এবং প্রশাসন পরিচালনার ক্ষমতা ইংরেজ কোম্পানির হাতে থাকে। এভাবেই নবাব ক্ষমতাহীন হয়ে পড়েন। অন্যদিকে কোম্পানির শাসক ক্ষমতাবান হন এবং এক সময় সমগ্র ভারত দখল করেন। অনুরূপভাবে উদ্দীপকেও দেখা যায়, জনাব 'ক' একটি ভিনদেশি বাণিজ্যিক কোম্পানির কর্মকর্তা ছিলেন। তারই ধূর্ততায় ১৭৬৫ সালে প্রতিষ্ঠানটি এক বিশেষ ক্ষমতা লাভ করে। এই ক্ষমতার কারণে স্থানীয় শাসকরা ক্ষমতাহীন হয়ে পড়েন। পক্ষান্তরে প্রতিষ্ঠানটির ক্ষমতা এতই বৃদ্ধি পায় যে তারা এক সময় সময় দেশটাই দখল করে নেয়।



ঘ. উক্ত প্রতিষ্ঠানটির অর্থাৎ ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনামলে দেশটির সামাজিক অবস্থার উন্নতি ঘটেছিল।
ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসকগণ তাদের শাসনকে স্থায়ীরূপ দেওয়ার জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। এসকল কাজের উদ্দেশ্য নেতিবাচক হলেও তা দ্বারা বাংলার সামাজিক অবস্থার উন্নতি ঘটেছিল। শাসনক্ষমতাকে পাকাপোক্ত করার জন্য তারা দেশীয়দের মধ্য থেকে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত একটি অনুগত তৈরির প্রতি মনোযোগ দেয়। এ প্রেক্ষিতে ওয়ারেন হেস্টিংস ১৭৮১ সালে কলকাতা মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এরই ধারাবাহিকতায় ১৭৯১ সালে প্রতিষ্ঠা কর সংস্কৃত কলেজ। অবশেষে ১৮৫৭ সালে উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণার প্রতিষ্ঠান হিসেবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এসব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে শিক্ষার সংস্পর্শে এসে স্থানীয় মানুষের মধ্যে নতুন চেতনার স্ফুরণ ঘটতে থাকে। হিন্দু সমাজ থেকে সতীদাহের মতো প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয়, বিধবা বিবাহের পক্ষে মত তৈরি হয়।
সর্বোপরি ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনামলে বাংলার সামাজিক অবস্থার বেশ উন্নতি ঘটেছিল।

#### প্রশ্ন-০৯:

# নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

'A' নামধারী একটি বিদেশি শক্তি 'B' নামধারী দেশটি দখল করে দ্বৈত শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে। 'A' দেশে স্থায়ীভাবে থাকা তাদের কোনো উদ্দেশ্য ছিল না। এজন্য তারা পুঁজি পাচারের দিকে মনোযোগী হয়। অবশ্য "B" দেশে এর অনেক আগে থেকেই বিদেশি শাসকরা এসেছিল যারা শাসন করার পাশাপাশি স্থায়ীভাবে বসবাস করেছিল।

- ক. বার্নিয়ের কে ছিলেন
- খ. ঔপনিবেশিক শাসন বলতে কী বোঝ?
- গ. দৃশ্যকল্পের শেষাংশে বর্ণিত শাসকদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ বাংলার শাসকদের তালিকা তৈরি কর।
- ঘ. দৃশ্যকল্পের শেষাংশে উল্লিখিত শাসকবৃন্দ নয় 'A' শক্তিই 'B' দেশে উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা করেছিল- পাঠাবইয়ের আলোকে মতামত দাও।

- **ক.** বার্নিয়ের ছিলেন একজন ফরাসি পর্যটক।
- খ. কোনো দেশের উপর অন্য কোনো দেশের জুড়ে বসাকে দখলদারদের উপনিবেশ স্থাপন বলে। আর এই উপনিবেশে প্রতিষ্ঠা করা শাসনকে ঔপনিবেশিক শাসন বলা হয়।
- গ. দৃশ্যকল্পের 'B' দেশের নামে বাংলার শাসনব্যবস্থার সাদৃশ্য পাওয়া যায়। বাংলার ধনসম্পদের আকর্ষণে খ্রিষ্টপূর্ব যুগে বহিরাগত শাসকদের আগমন ঘটেছিল, যারা স্থায়ীভাবে এ দেশ শাসন করতে এসেছিল। বাংলায় আগত বিদেশি শাসকরা হলেন- মৌর্য সম্রাট মহামতি অশোক, গুপ্ত সাম্রাজ্য, সেন সাম্রাজ্য, তুর্কি সেনাপতি ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি, মোগল সাম্রাজ্য, রউদ্দিন মুবারক শাহ, শের খান সুর, সম্রাট আকবর, সম্রাট জাহাঙ্গীর।
- **ঘ.** দৃশ্যকল্পের শেষাংশে বাংলায় আগত যে সকল বিদেশি শাসকদের কথা বলা হয়েছে তারা এদেশে স্থায়ীভাবে শাসনের উদ্দেশ্যে এসেছিল। কিন্তু দৃশ্যকল্পের 'A' নামক দেশটি অর্থাৎ ইংরেজরা বাংলা শাসনের উদ্দেশ্যে নয়, এসেছিল বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে।



কোনো দেশ দখল করে শাসন প্রতিষ্ঠা করলেই তাকে ঔপনিবেশিক শাসন বলা যায় না। কারণ দখলদার শক্তি স্থায়ীভাবে শাসন প্রতিষ্ঠা করতে আসে না। তারা জানে একদিন এই শাসনের পাঠ উঠিয়ে ফিরে যেতে হবে নিজ দেশে। তবে যতদিন শাসক হিসেবে থাকবে ততদিন সেই দেশের ধন-সম্পদ নিজ দেশে পাচার করবে। তারপর যখন তাদের শাসনের বিরুদ্ধে স্থানীয় মানুষ বিক্ষুদ্ধ হয়ে উঠবে তখন তারা নিজ দেশে ফিরে যাবে। এভাবে অন্য কোনো দেশের ওপর জুড়ে বসাকে বলে দখলদারের উপনিবেশ স্থাপন। যেমনটি আমরা দেখতে পাই প্রথমাংশে, দৃশ্যকল্পের 'A' নামক বিদেশি শক্তি 'B' নামক দেশ দখল করে শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু শাসনের চেয়ে তাদের উদ্দেশ্য ছিল পুঁজি পাচারের দিকে। সুতরাং বলা যায় 'A' শন্তিই 'B' দেশে উপনিবেশ প্রতিষ্ঠা করেছিল।

#### প্রশ্ন-১০:

## নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

আরাফাত একটি ঐতিহাসিক নাটক দেখছে। নাটকের কাহিনীতে দেখা যায়, একজন সম্রাটের বিরুদ্ধে বিভিন্ন সড়র চলে। সম্রাটের কিছু আত্মীয়, তার পরিষদের কিছু সদস্য ও একটি বিদেশি কোম্পানি চক্রান্ত করে সম্রাটকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য। অবশেষে কোম্পানির সৈন্যদের সাথে যুদ্ধে সম্রাটের সেনাপতির বিশ্বাসঘাতকতায় সম্রাটের পরাজয় ঘটে।

- ক. ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে মৃতের সংখ্যা কত ছিল?
- খ. স্বদেশি আন্দোলনের কারণ কী?
- গ. আরাফাতের দেখা নাটকটিতে বাংলার কোন সময়ের ইতিহাস প্রতিফলিত হয়েছে দেখাও।
- ঘ. উক্ত সময়ে কীভাবে বাংলায় উপনিবেশিক শাসনের সূত্রপাত হয় বিশ্লেষণ কর।

#### সমাধানঃ

- ক. ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে মৃতের সংখ্যা ছিল প্রায় এক কোটি।
- খ. ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গই স্বদেশি আন্দোলনের কারণ।

১৯০৫ সালে ইংরেজরা বাংলাকে বিভক্ত করে দেয়া। বাংলার এই বিভক্তিকে বাংলার মানুষ বিশেষ করে হিন্দু সমাজ অপছন্দ করে। বঙ্গভঙ্গ কার্যকর করা থেকে শাসকদের বিরত করার জন্যই তারা দেশি আন্দোলন গড়ে তলে।

গ. আরাফাতের দেখা ঐতিহাসিক নাটকটি বাংলার শেষ নবাব সিরাজউদ্দৌলার শাসনামলের সময়ের চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে।

সিরাজউদ্দৌলা ছিলেন বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব। তিনি ছিলেন নবাব আলিবর্দী খানের দৌহিত্র। আলিবর্দী খান মৃত্যুর পূর্বে সিরাজকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করে যান।

তিনি মাত্র ২২ বছর বয়সে মুর্শিদাবাদের সিংহাসনে আরোহণ করেন। এ কারণে তার আত্মীয়স্বজনেরা অনেকেই ঈর্ষান্বিত হন। এ সূত্র ধরে অভিজাতদের একটি অংশ, নবাব দরবারের একটি অংশ এবং ইংরেজ বণিক গোষ্ঠী এ ষড়যন্ত্রে অংশ নেয়। নবাব ইংরেজদের দমন করার চিন্তা নিয়ে অগ্রসর হলেই যুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধে নবাবের পক্ষে ফরাসিরা যুদ্ধ করে নিকট আত্মীয়রা কেউ অগ্রসর হয়নি। নবাবের প্রধান সেনাপতি মীর জাফর আলী খানের বিশ্বাস ঘাতকতায় নবাবের পরাজয় ঘটে। উদ্দীপকের আরাফাত নাটকটিতে এ বিষয়টিই দেখেছে যে, সম্রাটের দরবারের কিছু লোক নিকট আত্মীয়রা ইংরেজদের যোগসাজশে বিরোধিতার ফলে সম্রাটের পরাজয় ঘটে।



ঘ. নবাব সিরাজউদ্দৌলার ক্ষমতাচ্যুতির মাধ্যমে ইংরেজরা ঔপনিবেশিক শাসনের সূত্রপাত করে।

সিরাজউদ্দৌলার সিংহাসন আরোহণ তার জন্য আত্মীয়রা ভালোভাবে গ্রহণ করতে পারেনি। ফলে ইংরেজদের সাথে যুদ্ধে নবাব একাকী হয়ে পড়েন। তার বিরুদ্ধে তিন অপশক্তি ঐক্যবদ্ধ হয়। নবাবের রাজধানী পলাশীর আম্রকাননে নবাবকে পরাজিত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। ইংরেজদের হাতকে শক্ত করে সিরাজউদ্দৌলার প্রধান সেনাপতি মীর জাফর। ফলে পলাশীর যুদ্ধে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব সিরাজউদ্দৌলার পরাজয় ঘটে। নবাবের পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার স্বাধীনতার অবসান ঘটে। শুরু হয় উপনিবেশিক শাসনের যুগ।

উদ্দীপকের ঘটনার আলোকে বলা যায়, বাংলার নবাব ও অভিজাতদের অভ্যন্তরীণ কোন্দলের কারণেই ইংরেজরা বাংলায় নিজেদের ভিত ধীরে ধীরে মজবুত করে। যার ফলে বাংলায় শুরু হয় পরাধীনতার যুগ তথা ঔপনিবেশিক যুগ। এভাবে ইংরেজগণ নিজেদের একচেটিয়া বাণিজ্যিক সুবিধার পাশাপাশি রাজনৈতিক ক্ষমতা কুক্ষিগত করতে থাকে।

#### প্রশ্ন-১১:

# নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

'ক' দেশে ১৭৫৭ সাল থেকে একটি বহিরাগত শক্তির শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। উক্ত বহিরাগত শক্তি 'ক' দেশ থেকে প্রচুর ধন-সম্পদ নিজ দেশে নিয়ে যায়। এক সময় উক্ত দেশের স্থানীয় জনগণ তাদের শাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষুদ্ধ হয়ে উঠলে তারা নিজ দেশে ফিরে যায়।

- ক. বাংলার স্বাধীন সুলতানি যুগ পর্ব কত বছর স্থায়ী হয়েছিল?
- খ. বাংলায় ঔপনিবেশিক শাসনের একটি কারণ উল্লেখ কর।
- গ. "ক" দেশে কিরূপ শাসনের বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন ঘটেছে ব্যাখা কর।
- ঘ. ক দেশে উন্ন বহিরাগত শক্তির আগমনের পূর্বে অন্য কোনো বহিরাগত শক্তির প্রবেশ ঘটেনি তুমি কি বন্ধুবাটি সমর্থন করা উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও।

- ক. বাংলায় স্বাধীন সুলতানি যুগ পর্ব দু'শ বছর স্থায়ী হয়েছিল।
- খ. বিভিন্ন কারণে বাংলায় ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। এগুলোর মধ্যে একটি কারণ নিচে উল্লেখ করা হলো-বাংলার শাসকদের অভ্যন্তরীণ কোন্দল ও চক্রান্ত অনেক গভীর ছিল। সিরাজের পক্ষে তা মোকাবিলা করা সম্ভব হয় নি। ফলে বাংলায় ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয়।
- গা. দেশ তথা ভারতীয় উপমহাদেশে ঔপনিবেশিক শাসনের বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন ঘটেছে। ১৭৫৭ সাল থেকে বাংলায় ইংরেজদের যে শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় সাধারণত আমরা তাকে ঔপনিবেশিক শাসন বলি। সাধারণত কোন বিদেশি শক্তি কোনো দেশ দখল করে শাসন প্রতিষ্ঠা করলেই তাকে ঔপনিবেশিক শাসন বলা হয় না। ঔপনিবেশিক শাসনের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে দখলদার শক্তি চিরস্থায়ীভাবে শাসন প্রতিষ্ঠা করতে আসেনা। তারা জানে একদিন এই শাসনের পাট উঠিয়ে তাদের ফিরে যেতে হবে নিজ দেশে। তবে যতদিন শাসক হিসেবে থাকবে ততদিন সেই দেশের ধন সম্পদ নিজদেশে পাচার করবে। তারপর যখন তাদের শাসনের বিরুদ্ধে স্থানীয় মানুষ বিক্ষুদ্ধ হয়ে উঠবে বা অন্য কোনো কারণে অন্যের দেশ শাসন করা আর সুবিধাজনক মনে হবে না তখন নিজ দেশে ফিরে যাবে।



অনুপভাবে উদ্দীপকেও দেখা যায়, 'ক' দেশে তথা ভারতীয় উপমহাদেশে ১৭৫৭ সাল থেকে একটি বহিরাগত শক্তির শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। উক্ত বহিরাগত শক্তি 'ক' দেশ থেকে প্রচুর ধন সম্পদ নিজ দেশে নিয়ে যায়। এক সময় উরু দেশের স্পনীয় জনগণ তাদের শাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষুদ্ধ হয়ে উঠলে তারা নিজ দেশে ফিরে যায়। কাজেই বলা যায়, 'ক' দেশে ঔপনিবেশিক শাসনের বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন ঘটেছে।

**ঘ.** 'ক' দেশে উক্ত বহিরাগত শক্তির আগমনের পূর্বে অন্য কোনো বহিরাগত শক্তির প্রবেশ ঘটেনি বক্তব্যটি আমি সমর্থন করি না।

"ক" দেশটি হচ্ছে বাংলা এবং উক্ত বহিরাগত শক্তি হচ্ছে ইংরেজ। কেননা উদ্দীপকে দেখা যায়, ১৭৫৭ সাল থেকে 'ক' দেশে একটি বহিরাগত শক্তির শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় যা বাংলায় ইংরেজদের শাসনকে নির্দেশ করে। তবে ইংরেজদের আগমনের অনেক আগে থেকেই বাংলায় বহিরাগত শক্তি প্রবেশ করেছিল। যেমন- খ্রিস্টপূর্ব যুগেই বহিরাগত আর্যরা বাংলায় প্রবেশ করেছিল। এরপর খ্রিষ্টপূর্ব ৩ শতকে ভারতের মৌর্য সম্রাট মহামতি অশোক বাংলার উত্তরাংশ দখল করেন। মৌর্যদের পর ভারতে গুপ্ত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর এগার শতকের শেষ দিকে বাংলা পুনরায় বহিরাগত শক্তি সেনাদের হাতে চলে যায়। তুর্কি সেনাপতি ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি সেন রাজা লক্ষণ সেনকে পরাজিত করে বাংলার এক ছোট অংশ দখল করেন। ১২০৬ সালে বখতিয়ার খলজির মৃত্যুর পর থেকে ১৩৩৮ সাল পর্যন্ত বাংলা জুড়ে মুসলিম শাসনের বিস্তার ঘটতে থাকে। ১৩৩৮ সালে সোনারগাওয়ের শাসনকর্তা ফখরুদ্দিন মুবারক শাহ দিল্লির মুসলমান সুলতানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এভাবে বাংলায় দু'শ বছরের স্বাধীন সুলতানি যুগ প্রতিষ্ঠিত হয়।

কাজেই আলোচনার শেষে বলা যায়, বাংলার ইংরেজ শক্তির আগমনের পূর্বে বিভিন্ন বহিরাগত শক্তির প্রবেশ ঘটেছে।

# প্রশ্ন-১২:

### নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

নাঈম একজন গার্মেন্ট শ্রমিক। অনেক পরিশ্রমের পর সে যে বেতন পায় তা নিয়ে তার সংসার চালাতে হিমসিম খেতে হয়। অথচ তারই কারখানার মালিক ইসলাম নিজের নার্সারিতে পড়ুয়া মেয়েকে স্কুলে নেবার জন্য আলাদা একটি দামি গাড়ি কিনেছেন এবং মেয়ের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে আরও কয়েকটি শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছেন। এভাবে সম্পদ গড়তে শ্রমিকদের শোষণ করতেও তিনি কিঞ্চিত দ্বিধাবোধ করেন না।

- ক. ওয়েস্টফালিয়ার চুক্তি কী?
- খ. ভাস্কো-ডা-গামা ইতিহাসে বিখ্যাত কেন?
- গ. উদ্দীপকের শোষিত নাদিমের সাথে বাংলায় আগত যে বহিরাগত বণিকদের শোষণনীতির সাদৃশ্য রয়েছে তার ব্যাখ্যা দাও।
- ঘ. মমিনুল ইসলামের শোষণনীতি ও উক্ত বহিরাগত বণিকদের শোষণনীতির তুলনামূলক আলোচনা কর।

- **ক.** ১৬৪৮ সালে ইউরোপের যুদ্ধরত বিভিন্ন দেশের মধ্যে যে শান্তিচুক্তি হয়, তাকে ওয়েস্টফালিয়ার চুক্তি বলে।
- খ. ভাস্কো-ডা-গামা একজন পর্তুগিজ নাবিক ছিলেন। তিনি ১৪৯৮ সালে ইউরোপ থেকে ভারতে আসার পর নতুন পথ আবিষ্কার করেন। এর ফলে ভারতের সাথে ইউরোপের সহজ যোগাযোগ স্থাপিত হয়। তাই ভাস্কো-ডা-গামা ইতিহাস বিখ্যাত হয়ে আছেন।



- গা. উদ্দীপকের শোষিত নাদিমের সাথে বাংলায় আগত বহিরাগত ইউরোপীয় বণিকদের শোষণনীতির সাদৃশ্য রয়েছে। উদ্দীপকের নাদিম গার্মেন্টসে চাকরি করে। তার মতো অনেক নারী-পুরুষ এদেশের শিল্পকারখানার চাকরি করে। মালিকরা তাদের অনেক পরিশ্রম করায়। কিন্তু সেই তুলনায় তাদের পারিশ্রমিক দেয় না। এত পরিশ্রম করেও তারা মানবেতর জীবনযাপন করে। অনুরূপভাবে ইউরোপীয় বণিকরা বাংলায় ব্যবসা বাণিজ্য করতে এসে স্থানীয় শ্রমিকদের প্রচুর খাটাতো এবং মুনাফা অর্জন করত। কিন্তু শ্রমিকদের সেই তুলনায় পারিশ্রমিক দিত না। পুঁজির জোর আর উন্নত কারিগরিজ্ঞানের সমন্বয় করে ক্রমে বিদেশি বণিকরা এদেশে স্থানীয় শ্রমিকদের খাটিয়ে বড় বড় শিল্পকারখানা স্থাপন করে প্রচুর মুনাফা অর্জন করতে থাকে। এক পর্যায়ে ইউরোপীয় বণিকরা বিভিন্ন স্থানে বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপন করে। এসব বাণিজ্যকেন্দ্রগুলো ব্যবসায়িকভাবে সাফল্য লাভ করে এবং তারা নিজেদের দেশে প্রচুর সম্পদ পাচার করে।
- **ঘ.** উক্ত বহিরাগত বণিক হলো ইউরোপীয় বণিক। ইউরোপীয় বণিকদের শোষণনীতি বাংলার বণিকদের মধ্যে যথেষ্ট প্রভাব ফেলে ছিল। পুঁজির জোর আর উন্নত কারিগরি জ্ঞানের সমন্বয় করে ক্রমে বিদেশি বণিকরা এদেশে স্থানীয় শ্রমিকদের খাটিয়ে বড় বড় শিল্পকারখানা স্থাপন করে প্রচুর মুনাফা অর্জন করত। কিন্তু শ্রমিকদের ন্যায্যমূল্য দিত না। ইউরোপীয় বণিকদের বিভিন্ন শিল্প ফ্যাক্টরিতে ৭ থেকে ৮ শত লোক কাজ করত। অনুরূপভাবে বাংলার বণিকরাও শ্রমিকদের প্রচুর পরিমাণে খাটিয়ে অনেক মুনাফা অর্জন করত। কিন্তু শ্রমিকদের নামেমাত্র টাকা দিত। যা ছিল ইংরেজদের দেখানো নীতি। বর্তমানে বাংলাদেশের বিভিন্ন শিল্পকারখানাগুলোতেও এরূপ নীতি অবলম্বনের অভিযোগ শোনা যায়। যেটি আমরা উদ্দীপকে বর্ণিত মনিমূল ইসলামের কারখানার ক্ষেত্রেও দেখতে পাই। তদুপরি বর্তমানে শিল্পকারখানাগুলোর অবস্থার অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনা শ্রমিকদের স্বার্থ বিপন্ন করলেও সামগ্রিক পরিস্থিতি ভালোর দিকেই ইঙ্গিত করে।

### প্রশ্ন-১৩:

# নিচের উদ্দীপকটি পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

নিলয় ইতিহাস বই পড়ে জানতে পারে একটি বিদেশি শক্তি বাংলাকে প্রায় ২০০ বছর শাসন করেছে। উক্ত বিদেশি শক্তি ১৭৫৭ সালে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে পরাজিত ও হত্যা করে বাংলার শাসন ক্ষমতা দখল করে।

- ক. কত সালে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়?
- খ. মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠার কারণ ব্যাখ্যা কর।
- গ. উদ্দীপকে যে শাসনের কথা বিবৃত হয়েছে তার ব্যাখ্যা দাও।
- ঘ. বাংলায় উক্ত শাসনব্যবস্থার পরিণতি বিশ্লেষণ কর।

- **ক.** ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়।
- খ. মুসলমানরা তাদের দাবি-দাওয়া আদায়ের ক্ষেত্রে পিছিয়ে ছিল। যার ফলে তারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে বঞ্চিত হয়। মুসলমানদের রাজনৈতিক দাবি-দাওয়া ইংরেজ শাসকদের কাছে তুলে ধরা এবং অধিকার আদায়ের জন্য মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়।



# **গ.** উদ্দীপকে ব্রিটিশ শাসনের কথা বিবৃত হয়েছে।

উদ্দীপকে বর্ণিত নিলয় ইতিহাস বই পড়ে জানতে পারে একটি বিদেশি শক্তি বাংলাকে প্রায় দুশো বছর শাসন করেছে। উক্ত বিদেশি শক্তি ১৭৫৭ সালে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে পরাজিত ও হত্যা করে বাংলার শাসন ক্ষমতা দখল করে যা বাংলার ব্রিটিশ শাসনকে নির্দেশ করে।

১৭৫৭ সালের ২৩শে জুন নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে পরাজিত করে ধূর্ত ইংরেজ সেনাপতি রবার্ট ক্লাইভ মীর জাফরকে নামেমাত্র নবাব বানিয়ে বাংলার মূল ক্ষমতা নিজ হাতে নিয়ে নেন। এরপর ১৮৫৮ সালে ভারত শাসন আইন জারির মাধ্যমে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের অবসান ঘটে এবং ভারতের রাষ্ট্রক্ষমতা ব্রিটিশ রাজের হাতে ন্যাস্ত হয়।

# ঘ. ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার পরিণতি নিয়ে বিশ্লেষণ করা হলোঃ

বাংলায় ব্রিটিশদের পরিণতি ভালো হয় নি। এদেশের জনগণের স্বাধীনচেতা মনোভাবের কাছে তারা পরাজিত হয়ে বিতাড়িত হয়েছিল। দু'শ বছরের শাসন-শোষণ আর নির্যাতনের যাঁতাকলে পিষ্ট হতে হতে এদেশের মানুষ সচেতন হয়ে উঠেছিল। হিন্দু-মুসলিম সকল সম্প্রদায়ের লোকেরা বুঝতে শিখেছিল তারা আমাদের শত্রু। তাদের কাছে আমাদের জীবন নিরাপদ নয়। এজন্য অসংখ্য বিদ্রোহ হয় তাদের বিরুদ্ধে। গড়ে ওঠে সশস্ত্র যুদ্ধবিদ্রোহ, গুপ্তহত্যা ইত্যাদি।

রাজনৈতিকভাবেও এদেশের মানুষ সচেতন হয়ে ওঠে। রাজনৈতিক দল গঠন এবং আন্দোলনের মাধ্যমে এদেশের মানুষ জানিয়ে দেয় যে, তারা স্বাধীনতা চায়। যার ফলে ১৯৪৭ সালে ইংরেজ সরকার এদেশ ছাড়তে বাধ্য হয়। বাংলার মানুষ স্বাধীনতা লাভ করে।

#### প্রশ্ন-১৪:

# নিচের উদ্দীপকটি পডে প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

১৮৫৮ সালের ২রা আগস্ট ব্রিটিশ পার্লামেন্টে একটি আইন পাস হয়। উক্ত আইন জারির মাধ্যমে বাংলায় কোম্পানি শাসনের অবসান ঘটে।

- ক. দিল্লির কোন বাদশাহ সিপাহি বিদ্রোহকে সমর্থন জানিয়েছিলেন?
- খ. কোম্পানি শাসনের অবসান ঘটে কীভাবে?
- গ. উদ্দীপকে প্রতিফলিত আইনের ব্যাখ্যা দাও।
- ঘ. উক্ত আইনের অধীনে বাংলার সামাজিক অবস্থার চিত্র তুলে ধর।

- ক. দিল্লির বাদশাহ বাহাদুর শাহ জাফর সিপাহি বিদ্রোহকে সমর্থন জানিয়েছিলেন।
- খ. সিপাহি বিপ্লবের প্রতিক্রিয়ায় ভারতবর্ষে কোম্পানি শাসনের অবসান ঘটে। ১৮৫৭ সালে ভারতীয় সৈনিকদের মাঝে অসন্তুষ্টি ছড়িয়ে পড়ে। এর প্রধান কারণ ছিল বৈষম্য। এতে ১৮৫৭ সালে সিপাহি বিদ্রোহ দেখা দেয়। এর প্রতিক্রিয়ার ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের অবসান ঘটে।
- **গ.** উদ্দীপকে প্রতিফলিত আইনটি হচ্ছে ভারত শাসন আইন।



উদ্দীপকে দেখা যায়, ১৮৫৮ সালের ২রা আগস্ট ব্রিটিশ পার্লামেন্টে একটি আইন পাস হয় এবং আইন জারির মাধ্যমে বাংলার কোম্পানি শাসনের অবসান ঘটে যা ভারত শাসন আইনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। ভারত শাসন আইন জারির ফলে ভারতের রাষ্ট্র ক্ষমতা ব্রিটিশ রাজের হাতে নাতে হয়। এর ফলে ব্রিটিশ মন্ত্রীসভা কর্তৃক একজন মন্ত্রীকে ভারত-সচিব পদে মনোনীত করা হয়। যিনি ১৫ সদস্যবিশিষ্ট পরামর্শ সভা বা কাউন্সিলের মাধ্যমে ভারত শাসনের ব্যবস্থা করবেন। এই আইন অনুসারে গভর্নর জেনারেলকে ভাইসরয় বা ব্রিটিশ রাজ প্রতিনিধি নামে অভিহিত করা হয়। লর্ড ক্যানিং এখন ভাইসরয় নিযুক্ত হন। এভাবেই ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষের ওপর তাদের নিজে প্রতিষ্ঠা করে।

**ঘ.** উক্ত আইন হচ্ছে ভারত শাসন আইন। ভারত শাসন আইনের অধীনে বাংলার সামাজিক অবস্থার চিত্র নিচে তুলে ধরা হলো:

১৮৫৮ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ভারত শাসন আইন পাস হয়। এরপর বাংলা শাসন ক্ষমতা চলে যায় ব্রিটিশ সরকারের হাতে ব্রিটিশ শাসনকালে (১৮৫৮-১৯৪৭) বাংলার সমাজে একদিকে কৃষক, অন্যদিকে মুষ্টিমেয় জমিদার শ্রেণি অবস্থান করছিল। সমাজে কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্পের সঙ্গে জড়িত মানুষের সংখ্যা যথেষ্ট না। বণিকগোষ্ঠী তেমন সংগঠিত ছিল না। শিল্পেও বাংলার অবদান উল্লেখ করার মতো ব্যাপকভাবে পিছিয়ে ছিল। মধ্যবিত্ত সমাজও ততটা শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারেনি। ব্রিটেন এ সময়ে পৃথিবীর ধনী দেশ হলেও উপনিবেশ হিসেবে আমাদের অবস্থান বেশ পিছিয়ে ছিল।